তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	তথ্য মন্ত্রণালয়	০৫ টি	০৪ টি	০১ টি	০০ টি	০৪ টি	০৪ টি	৭৫%-৩০০%	০৪ টি	৯.৬৪%-২০.২১%

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ০৫ টি

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের যন্ত্রসামগ্রী সমীকরণ, আধুনিকায়ন, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ (১ম পর্যায়)	১৯৫৩.৬৫	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১৩
বাংলাদেশ বেতারের দেশব্যাপী এফএম সম্প্রচার নেটওয়ার্ক প্রবর্তন (১ম পর্যায়)	২৮৩২.৩৮	জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১২
বাংলাদেশ টেলিভিশনের ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের সম্প্রসারিত ভবনের স্টুডিও যন্ত্রপাতি স্থাপন।	৫০৭২.৫৪	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩
চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে সনাতন চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কার্যক্রম পুনরুদ্ধারকরণ	১৭৭৭.২৮	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩
জয়েন্ট প্রোগ্রাম টু এড্রেস ভায়োলেন্স এগেইন্টস উইমেন	২৫১.৫৭	জানুয়ারি, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের যন্ত্রসামগ্রী সমীকরণ, আধুনিকায়ন, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ (১ম পর্যায়)	নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়।
বাংলাদেশ বেতারের দেশব্যাপী এফএম সম্প্রচার নেটওয়ার্ক প্রবর্তন (১ম পর্যায়)	নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের যাবতীয় কার্যাবলী সমাপ্ত না হওয়ায় এবং কতিপয় অংগের বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি করে প্রকল্প সংশোধন করা হয়।
বাংলাদেশ টেলিভিশনের ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের সম্প্রসারিত ভবনের স্টুডিও যন্ত্রপাতি স্থাপন।	নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়।
চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে সনাতন চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কার্যক্রম পুনরুদ্ধারকরণ	প্রকল্পের আওতায় উচ্চ ডিজিটাল টেকনোলজিসমৃদ্ধ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রস্তাব থাকা, প্রকল্পের রি-ডিজাইন, যন্ত্রপাতি তালিকায় পরিবর্তন সাধন ইত্যাদি কারণে যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করা সম্ভব হয়নি। এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে যন্ত্রপাতির মূল্যও বৃদ্ধি পায়। পুরনো ও ধ্রুপদী ফিল্মের পুনরুদ্ধার, স্থানান্তর ইত্যাদি কার্যক্রমের জন্য কাঁচামাল, ডিস্ক, নেগেটিভ, পজেটিভ, কেমিকেল ইত্যাদি নতুন আইটেম সংযোজন, প্রকল্পের মূল যন্ত্র- Film Recorder এর মূল্য সম্পর্কে ভুল প্রাক্কলন, ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট-এর কাজ ও ক্ষেত্র বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি করে প্রকল্প সংশোধন করা হয়।

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
১) **বিলম্বে পিসিআর প্রেরণঃ** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সাড়ে তিন মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও কয়েকটি প্রকল্পের পিসিআর অনেক বিলম্বে পাওয়া যায়, যা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্খিত এবং এত দেরিতে পিসিআর প্রেরণ যে কোন প্রকল্প সঠিকভাবে মূল্যায়নের অন্তরায়।	১) বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ মোটেই কাম্য নয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যতে যথাসময়ে পিসিআর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
২) **<u>ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীঃ</u>** এ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে অর্থাৎ ৭ অর্থ বছরে মোট ৮ জন প্রকল্প পরিচালক নিয়োজিত ছিলেন। প্রকল্প পরিচালক বার বার পরিবর্তনের ফলে এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয় এবং প্রকল্পটির বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত হয়।	২) ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও বদলীর ক্ষেত্রে যথাক্রমে পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের ০৮ নভেম্বর, ২০০৯ তারিখের পবি/এনইসি-৩/২০০৭-২০০৮/২৫৯ নং পরিপত্র এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/মসক-৬/২০০৪/৩২ নং প্রজ্ঞাপন অনুসরণ করতে হবে;
৩) **<u>মূল্যবান যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণে অনিশ্চয়তাঃ</u>** প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতিগুলো প্রকল্পে নিয়োগকৃত জনবল (যারা পরবর্তীতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর হয়েছে) দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে এবং পুরাতন চলচ্চিত্রগুলো ডিজিটালে রূপান্তর করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান যন্ত্রপাতিগুলোর পরিচালন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রকল্পের লোকবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। কিন্তু যন্ত্রপাতিগুলো সংস্কার বা মেরামত সম্পর্কে প্রকল্পের লোকবলের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় মূল্যবান যন্ত্রপাতিগুলো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণে অনিশ্চয়তা রয়েছে।	৩) প্রকল্পের আওতায় চলচ্চিত্র ও অন্যান্য আর্কাইভাল বস্তু সংরক্ষণের জন্য সংগৃহীত মূল্যবান আধুনিক যন্ত্রপাতিগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার্থে পৃথক কক্ষে স্থাপন করা সমীচীন হবে;
৪) **<u>প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে খরচ বেশি হলেও প্রকল্প সংশোধন না করাঃ</u>** প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৯.৪৫ লক্ষ টাকা কিন্তু প্রকল্পটির প্রকৃত খরচ হয়েছে ২৫১.৫৭ লক্ষ টাকা। পিসিআরে এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান কমে যাওয়ায় খরচের অংক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রকল্প সংশোধন করা হয়নি। এ বিষয়ে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান যে, ৪টি অংগ (পরিবীক্ষণ, গণমাধ্যমে প্রচার, IEC উপকরণ তৈরি, শিক্ষা সফর) UNFPA কর্তৃক সরাসরি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ঐ অংগগুলোতে টিপিপি সংস্থানের চেয়ে ২২.১২ লক্ষ টাকা বেশি ব্যয় হয়েছে এবং UNFPA সময়মত এ বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত না করায় প্রকল্প সংশোধন করা সম্ভব হয়নি।	৪) অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্প সংশোধন না করা সম্পূর্ণ পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী। উন্নয়ন সহযোগীরা যাতে সরকারের বিদ্যমান নিয়ম যথাযথভাবে মেনে কার্য সম্পাদন করে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৫) **<u>পাওয়ার ব্যাকআপ ব্যবস্থার অপ্রতুলতাঃ</u>** বাংলাদেশ বেতারের সিলেট কেন্দ্রে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ১টি ১০ কিলোওয়াট এফ এম ট্রান্সমিটার ও পূর্বে স্থাপিত ট্রান্সমিটারসহ মোট ৩টি এফ এম ট্রান্সমিটার ব্যবহার করা হচ্ছে। এফ এম ট্রান্সমিটার ছাড়াও এ কেন্দ্র থেকে মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে বৃহত্তর ভৌগলিক এলাকায় সম্প্রচার করা হয়। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, বর্তমানে প্রাপ্ত পাওয়ার ব্যাক-আপ এক সাথে ৩টি ট্রান্সমিটার সাপোর্ট দিতে পারে না। ফলে লোডশেডিং-এর সময় অনেক ক্ষেত্রে সম্প্রচার ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়। ব্যাকআপ-এর পরিমাণ বৃদ্ধির মাধমে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব মর্মে প্রতীয়মান হয়।	৫) বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রে বিদ্যমান অপর্যাপ্ত পাওয়ার ব্যাকআপ সমস্যার নিরসনকল্পে অতিরিক্ত পাওয়ার ব্যাকআপ সংযোগ করা যেতে পারে;

“বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের যন্ত্রসামগ্রী সমীকরণ, আধুনিকায়ন, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ”

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১.০	**প্রকল্পের নাম**	:	বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের যন্ত্রসামগ্রী সমীকরণ, আধুনিকায়ন, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ
২.০	**প্রকল্পের অবস্থান**	:	ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, যশোর, বগুড়া, ঠাকুরগাঁও, কক্সবাজার, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি।
৩.০	**মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	:	তথ্য মন্ত্রণালয়।
৪.০	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	বাংলাদেশ বেতার।

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল অনুমোদিত মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২৩৮৮.৭০ ২৩৮৮.৭০ (-)	২৩৭৩.৮৭ ২৩৭৩.৮৭ (-)	১৯৫৩.৬৪৮ ১৯৫৩.৬৪৮ (-)	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন,২০০৭	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১৩	-	৬ বছর ৩০০%

৬.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (তথ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১)	কর্মচারীদের বেতন ভাতা	জন	৩	৯.২১	৫০%	৪.৫৮
২)	গ্যাস ও ফুয়েল	মাস	১১	২.২০	১০০%	২.১৯৯
৩)	পেট্রল ও লুব্রিকেন্ট	মাস	৪১	৫.৮৯	১০০%	৫.৮৯
৪)	ইন্সুরেন্স ও ব্যাংক চার্জ	থোক	-	৪০.০৪	১০০%	২৮.৮৭
৫)	কমিশন/সুদ	থোক	-	৩৮.২২	১০০%	২৩.৭১৭
৬)	স্টেশনারী	থোক	-	৫.০০	১০০%	৪.৯৯
৭)	ট্রান্সপোর্টেশন (ইক্যুইপমেন্ট)	থোক	-	১০.০০	১০০%	৫.৪৫৫
৮)	সম্মানী	থোক	-	২.০০	১০০%	১.১৮৫
৯)	যানবাহন ভাড়া	মাস	৫২	৯.৫১	১০০%	৮.১০৬
১০)	অন্যান্য ব্যয়	থোক	-	৮.০০	১০০%	৮.০০
১১)	যন্ত্রপাতি	সেট	২৫৭	১৭৩৩.৭৭	১০০%	১৫৬৫.০৮
১২)	অন্যান্য নির্মাণ	স্থান	১১	১২১.২৩	১০০%	১২১.২২
১৩)	সিডি/ভ্যাট	থোক	-	৩৮৮.৮০	১০০%	১৭৪.৩৫
	সর্বমোট			২৩৭৩.৮৭	১০০%	১৯৫৩.৬৪৮ (৮২.৩০%)

৭.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** প্রযোজ্য নয়।

৮.০ **পটভূমিঃ**

বাংলাদেশ বেতার দেশের প্রাচীনতম ও সর্ববৃহৎ জাতীয় গণমাধ্যম। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু। কালের পরিক্রমায় বাংলাদেশ বেতার আজ দেশের সর্ববৃহৎ গণমাধ্যম। পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টিং নেটওয়ার্ক হিসেবে বাংলাদেশ বেতার তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষার পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সরকারের নীতি, কার্যক্রম ও উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা, সর্বোপরি জাতীয় উন্নয়নে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করাসহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র ও নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ, বিভিন্ন জনমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্পের সাফল্য এবং জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বেতারের ভূমিকা অগ্রগণ্য। বৃটিশ শাসনামলে এটি প্রতিষ্ঠিত হলেও ’৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ’৬৬-এর ছয়দফা, ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের বিভিন্ন সংকটকালীন সময়ে এই প্রতিষ্ঠান অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। গুরুত্বপূর্ণ এ প্রতিষ্ঠানটির রেকর্ডিং, এডিটিংসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি পুরাতন হওয়ায় নির্মিত অনুষ্ঠানের মান কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে না। ফলে বাংলাদেশ বেতার প্রতিনিয়তই শ্রোতা হারাচ্ছে। বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের ট্রান্সমিটারসমূহ পুরাতন হওয়ায় কভারেজ এরিয়া এবং সম্প্রচার মান হ্রাস পেয়েছে। পরিবর্তীত প্রেক্ষাপটে যুগের চাহিদা অনুসারে বেতার সম্প্রচার ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়।

৯.০ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের ক্ষয়প্রাপ্ত, পুরাতন যন্ত্রপাতি সুষমকরণ, পরিবর্তন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের মান উন্নয়ন এবং এর অনুষ্ঠানের প্রতি সাধারণ জনগণের আগ্রহ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি করা।

১০.০ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটির উপর পরিকল্পনা কমিশনে গত ০৭/০১/২০০৫ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পুণর্গঠিত প্রকল্পটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক গত ০৫-০১-২০০৬ তারিখে ২৩৮৮.৭০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় (সম্পূর্ণ জিওবি) এবং জুলাই, ২০০৫ থেকে জুন, ২০০৭ বাস্তবায়ন মেয়াদে অনুমোদিত হয়। নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা কর্তৃক গত ২৪-০৫-২০০৭ তারিখে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ১ বছর অর্থাৎ জুন/২০০৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। অত:পর প্রকল্পের কাজের পরিধি এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করে ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি গত ০৮/১০/২০০৮ তারিখে তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উল্লেখ্য, ০১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধিসহ ১ম সংশোধিত প্রকল্প তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন গত ১৪/০৫/২০০৮ তারিখের পত্রে সম্মতি জ্ঞাপন করে। ১ম সংশোধিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৭৩.৮৭ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই ২০০৫ থেকে জুন ২০০৯ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পের একটি অংগের ক্রয় প্রক্রিয়ার বিষয়টি মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন থাকার প্রেক্ষিতে পুনরায় গত ২৭-০২-২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ৩ বছর ৬ মাস বৃদ্ধি করে ডিসেম্বর/২০১২ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আন্ত:খাত সমন্বিত প্রকল্প প্রস্তাব ডিপিইসি সভার সুপারিশের ভিত্তিতে তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক গত ১৪/০৩/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। বৈদেশিক যন্ত্রাদি স্থাপনে বিলম্ব হওয়ায় পরবর্তীকালে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ২৮-০১-২০১৩ তারিখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ আরো এক দফায় ৬ মাস বৃদ্ধি করে জুন/২০১৩ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

১১.০ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন (প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে):**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের ক্ষয়প্রাপ্ত, পুরাতন যন্ত্রপাতি সুষমকরণ, পরিবর্তন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের মান উন্নয়ন এবং এর অনুষ্ঠানের প্রতি সাধারণ জনগনের আগ্রহ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি করা।	আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির রেকর্ডিং যন্ত্রপাতি যথা: ডিজিটাল অডিও মিক্সিং কনসোল, ব্রডকাষ্ট ব্রান্ড কম্পিউটার, ডিজিটাল ওয়ার্ক স্টেশন, ডিজিটাল স্টুডিও ট্রান্সমিটার লিংক, প্রফেশনাল সিডি রেকর্ডার, সার্ভার, মাইক্রোফোন ইত্যাদি সংগ্রহ ও সংস্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় বেতার ভবন (আগারগাঁও), রাঙ্গামাটি এবং ঠাকুরগাঁও এই তিনটি কেন্দ্রে নতুন তিনটি স্টুডিও নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার নওয়াপাড়া, যশোহর এবং কাহালু, বগুড়া কেন্দ্রের পুরাতন ২টি ১০০ কিলোওয়াট ক্ষমতার মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া উন্নত প্রযুক্তির Noise-Free অনুষ্ঠান সম্প্রচারের

	লক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারের ১টি স্থানে ১০ কিলোওয়াট ক্ষমতার এবং ৬টি স্থানে ৫ কিলোওয়াট ক্ষমতার আধুনিক এফএম ট্রান্সমিটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি স্থাপন করা হয়েছে। বর্ণিত এ সকল কার্যাবলী সম্পাদনের ফলে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের কভারেজ এরিয়া বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অধিক মান সম্পন্ন অনুষ্ঠানমালা নির্মাণের ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টি হয়েছে।

১২.০ **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ** প্রযোজ্য নয়।

১৩.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পের শুরু থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ বেতারের নিমোক্ত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক এর দায়িত্ব পালন করেছেনঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	বদলির তারিখ	নিয়োগের ধরণ
১।	জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান সিনিয়র প্রকৌশলী	১৪-০২-২০০৬	০৭-১০-২০০৭	অতিরিক্ত দায়িত্ব
২।	জনাব মোঃ সুলতান আলী সিনিয়র প্রকৌশলী	০৮-১০-২০০৭	৩০-০৬-২০১৩	অতিরিক্ত দায়িত্ব

১৪.০ পরিদর্শনঃ

প্রকল্পের আওতায় ঢাকার আগারগাঁও-তে অবস্থিত জাতীয় বেতার ভবন এবং বাংলাদেশ বেতার, শাহবাগ কেন্দ্রে বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ গত ১৭/০২/২০১৪ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে আলোচ্য প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সরবরাহকৃত বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যাবলী এবং শাহবাগ ও আগারগাঁও কেন্দ্র পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিস্তারিত বর্ণনা করা হল:

১৪.১ অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

১৪.১.১ **জনবলঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ৩ জন জনবলের সংস্থান ছিল। অনুমোদিত ডিপিপির সংস্থান মোতাবেক ১ জন কম্পিউটার অপারেটর, ১ জন হিসাব সহকারী এবং ১ জন এমএলএসএস নিয়োগ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় বেতন-ভাতাদি বাবদ ৯.২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে ৪.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৪.১.২ **যন্ত্রপাতিঃ**

অনুমোদিত প্রকল্পে মোট ২৫৭ সেট যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন বাবদ সর্বমোট ১৭৩৩.৭৭ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। তন্মধ্যে ১৫৬৫.০৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংস্থানকৃত সকল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

(ক) **১০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এফ,এম ট্রান্সমিটারঃ**

প্রকল্পের আ্ওতায় ৯৮.০৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এক সেট মডুলার টাইপ সলিডস্টেট এফ,এম ট্রান্সমিটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি (১টি ৪০ কেভিএ অটোমেটিক ভোল্টেজ রেগুলেটর, ২৫০ মিটার ফিডার ক্যাবল, ১টি ডিহাইড্রেটর, ১টি এ্যান্টিনা, ১টি অডিও প্রসেসর, ১ সেট স্পিকারসহ মনিটরিং এ্যামপ্লিফায়ার, ১টি মডুলেশন মনিটর ইত্যাদি) সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়। সংগৃহীত এফ, এম ট্রান্সমিটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি বাংলাদেশ বেতারের শাহবাগ কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়।

(খ) **৫ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এফ,এম ট্রান্সমিটারঃ**

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৬ সেট ৫ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন মডুলার টাইপ সলিডস্টেট এফ,এম ট্রান্সমিটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি (প্রতি সেটে-১টি এফ,এম ট্রান্সমিটার, ১টি ২০ কেভিএ অটোমেটিক ভোল্টেজ রেগুলেটর, ৮০ মিটার ফিডার ক্যাবল, ১টি ডিহাইড্রেটর, ১টি এ্যান্টিনা, ১টি অডিও প্রসেসর, ১ সেট স্পিকারসহ মনিটরিং এ্যাম্প্লিফায়ার, ১টি মডুলেশন মনিটর ইত্যাদি) সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়। উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত এবং ইংল্যান্ডের এডিস্টন ব্রডকাস্ট কর্তৃক সরবরাহকৃত বর্ণিত ৬ সেট ট্রান্সমিটারসহ আনুষংগিক যন্ত্রাদি ৩৫৯.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্রয় করা হয়।

সংগৃহীত ৬ সেট যন্ত্রপাতি বাংলাদেশ বেতারের শাহবাগ (ঢাকা), রাজশাহী, চট্রগ্রাম, খুলনা, সিলেট এবং রংপুর কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়।

(গ) **১০০ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটারঃ**

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপির সংস্থান মোতাবেক প্রকল্পের আওতায় ২ সেট ১০০ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন মডুলার টাইপ সলিডস্টেট মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি (প্রতি সেটে ১টি ট্রান্সমিটার, ১টি ৩০০ কেভিএ অটোমেটিক ভোল্টেজ রেগুলেটর, ১টি এ্যান্টিনা চেঞ্জওভার সুইচ, ১টি ম্যাচিং ইউনিট, ৫৫০ ফুট ফিডার ক্যাবল, ১টি এ্যান্টিনা টিউনিং ইউনিট, ১টি অডিও প্রসেসর, ১ সেট স্পিকারসহ মনিটরিং এ্যামপি-ফায়ার, ১টি মডুলেশন মনিটর ইত্যাদি) ৫৩৪.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংগ্রহ করা হয়। বাংলাদেশ বেতারের নওয়াপাড়া, যশোর এবং কাহালু, বগুড়া কেন্দ্রে দুটি মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার স্থাপন করা হয়।

(ঘ) **অন্যান্য যন্ত্রপাতিঃ**

অনুমোদিত প্রকল্পের ডিপিপির সংস্থান মোতাবেক ৯৭.২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬ সেট ডিজিটাল স্টুডিও ট্রান্সমিটার লিংক ও আনুষংগিক যন্ত্রাদি (প্রতি সেটে ১টি ট্রান্সমিটার, ১টি রিসিভার, ২টি প্যারাবলিক এ্যান্টিনা, ফিডার ক্যাবল ইত্যাদি), ৫৫.৯৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬২ সেট ব্রডকাষ্ট কম্পিউটার (প্রতি সেটে ১টি ইউপিএস, ১টি সাউন্ড কার্ড, ১টি কম্পিউটার টেবিল, ১টি রিভলভিং চেয়ারসহ), ১৪.৭১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩০ সেট প্রফেশনাল ডিজিটাল মাল্টি-ইফেক্ট প্রসেসর, ৫.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪০টি মাইক্রোফোন, ২৪২.৯০১ লক্ষ টাকা বয়ে ৩০ সেট ডিজিটাল অডিও মিক্সিং কনসোল (প্রতি সেটে এলসিডি মনিটর, টেবিল, রিভলভিং চেয়ারসহ), ৬.১২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪টি ৫ টনের এয়ার কুলার, ১১.৯৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৬ সেট অডিও পাওয়ার এ্যাম্প্লিফায়ার (মিক্সার ও স্পিকারসহ), ১০.৩৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭ সেট প্রফেশনাল রি-ব্রডকাষ্ট (ডিএসপি) এফ,এম, রিসিভার ও এ্যান্টিনা, ৮৪.৮৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৩ সেট সার্ভার (রেডিও অটোমেশন সফট্ওয়্যার, সাউন্ড কার্ড, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, অনলাইন ইউপিএস ইত্যাদিসহ), ১৯.৯২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫ সেট পোর্টেবল সিডি রেকর্ডার (প্রফেশনাল টাইপ), ৩৭.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫ সেট প্রফেশনাল ডিজিটাল অডিও ওয়ার্ক-স্টেশন (টেবিল ও রিভলভিং চেয়ারসহ) সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত এ সকল যন্ত্রপাতিসমূহ বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়।

১৪.১.৩ **পূর্ত ও নির্মাণ কাজঃ**

প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপির সংস্থান মোতাবেক বাংলাদেশ বেতারের ঠাকুরগাঁও ও রাঙামাটি কেন্দ্রে যথাক্রমে ৭৪৮ বর্গফুট ও ৬৩৭ বর্গফুট স্টুডিও সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণ করা হয়। এছাড়া ঢাকার আগারগাঁও-তে অবস্থিত জাতীয় বেতার ভবনসহ বাংলাদেশ বেতারের ঠাকুরগাঁও, রাঙামাটি, বরিশাল, সিলেট, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, নওয়াপাড়া (যশোর) ও কাহালু (বগুড়া) কেন্দ্রে মেরামত ও সংস্কার কাজ (পূর্ত, বৈদ্যুতিক ও এ্যাকুষ্টিক কাজ) সম্পন্ন করা হয়।

১৪.২ পর্যবেক্ষণঃ

প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ বেতার, শাহবাগ এবং জাতীয় বেতার ভবন, আগারগাঁও-তে বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। এ দুটি কেন্দ্রে যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয় এবং বিভিন্ন স্টুডিও এর মেরামত ও সংস্কার কাজ সম্পাদন করা হয়। নিম্নে পর্যবেক্ষণের তথ্যাবলী বিস্তারিত তথ্যাদি বর্ণনা করা হলঃ

১৪.২.১ **সংগৃহীত যন্ত্রপাতিঃ**

পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ বেতারের শাহবাগ কেন্দ্রে স্থাপিত ১০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এফ,এম ট্রান্সমিটার এবং ৫ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এফ,এম ট্রান্সমিটার সচল অবস্থায় দেখা যায়। এ দুটি ট্রান্সমিটার দ্বারা ঢাকা ও তার পার্শবর্তী এলাকায় বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করা হয় মর্মে জানানো হয়। স্টুডিও ট্রান্সমিটার লিংক এর মাধ্যমে জাতীয় বেতার ভবন, আগারগাঁও এবং বাংলাদেশ বেতার, শাহবাগ কেন্দ্রের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানমালা আদান প্রদান করা হয় মর্মে পরিদর্শনকালে জানানো হয়। এছাড়া, পরিদর্শনকালে সংগৃহীত ১২ সেট ব্রডকাস্ট কম্পিউটার (শাহবাগ কেন্দ্রে ৬টি এবং আগারগাঁও কেন্দ্রে ৬টি) এবং ৫ সেট অডিও মিক্সিং কনসোলসহ আনুষংগিক যন্ত্রাদি সচল অবস্থায় দেখা যায়।

১৪.২.২ **মেরামত ও সংস্কারঃ**

প্রকল্পের আওতায় জাতীয় বেতার ভবন, আগারগাঁও এবং বাংলাদেশ বেতার, শাহবাগ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার এবং বিভিন্ন স্টুডিও-এর এ্যাকুষ্টিক ট্রিটমেন্ট এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ্যাকুষ্টিক ট্রিটমেন্ট-এর ফলে

পূর্বের চেয়ে অধিক মানসম্পন্ন রেকর্ডিং করা সম্ভব হচ্ছে মর্মে পরিদর্শনকালে জানা যায়। এছাড়া, প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক কাজ, ফ্লোর কার্পেট সরবরাহসহ আনুষংগিক কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

১৫.০ <u>বিশেষ পর্যবেক্ষণ/বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</u>

১৫.১ **<u>যন্ত্রপাতি ক্রয়ে বিলম্বঃ</u>** প্রকল্পের আওতায় ৬ সেট ৫ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এফএম ট্রান্সমিটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদির ক্রয় প্রক্রিয়ায় মহামান্য হাইকোর্টে মামলা হওয়ায় এবং পরবর্তীতে হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্ট হতে সিদ্ধান্ত প্রদানে বিলম্বের কারণে প্রকল্পের মেয়াদ পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধি করতে হয়েছে। বর্ণিত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রক্রিয়া মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে গত মে, ২০০৮ হতে নভেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত প্রায় ৩ বছর ৬ মাস স্থগিত ছিল। বর্ণিত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রক্রিয়া দীর্ঘ সময় যাবৎ স্থগিত থাকায় প্রকল্পের মেয়াদ ৪ ধাপে ৬ বছর বৃদ্ধি করা হয় এবং প্রকল্পের মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের ৩০০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। ফলে দেশের জনগণের প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত সুফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয়েছে।

১৫.২ **<u>সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানমালার মানোন্নয়নঃ</u>** বাংলাদেশ বেতার তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষার পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সরকারের নীতি, কার্যক্রম ও উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা এবং সর্বোপরি জাতীয় উন্নয়নে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করাসহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতারও পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটি বেতার জগতে একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন বেসরকারি রেডিও চ্যানেলের সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হচ্ছে। বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানমালার মানোন্নয়নের দ্বারাই কেবল অধিক শ্রোতা আকর্ষণ করে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে ঢাকার বিভিন্ন সড়কের যানজটের হালনাগাদ তথ্যাদি সম্প্রচার করা হয়। উল্লেখ্য, ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলের সড়কে অত্যধিক যানজটে প্রতিনিয়তই জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট ট্রাফিক রেডিও ব্যবহারের মাধ্যমে যানজট সমস্যা কিছুটা লাঘব হওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক সম্প্রচারিত হালনাগাদ ট্রাফিক বার্তা কাঙ্খিত পর্যায়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৫.৩ <u>বিকল্প ট্রান্সমিটার স্থাপনঃ</u> প্রকল্পের আওতায় পুরনো প্রযুক্তির ২ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এফ এম ট্রান্সমিটার প্রতিস্থাপন করে আধুনিক প্রযুক্তির ১০/৫ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এফ এম ট্রান্সমিটার সংযোজন করা হয়েছে। পূর্বে ব্যবহৃত পুরনো প্রযুক্তির ট্রান্সমিটারসমূহ পুনঃব্যবহার করা সম্ভব নয় মর্মে পরিদর্শনকালে জানানো হয়। এ প্রকল্প হতে প্রতিস্থাপিত নতুন ট্রান্সমিটারসমূহে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিলে অনুষ্ঠান সম্প্রচার বিঘ্নিত হতে পারে। সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশ বেতারের সম্প্রচার কেন্দ্রসমূহে স্থাপিত ট্রান্সমিটারের পাশাপাশি প্রয়োজনবোধে একটি করে বিকল্প ট্রান্সমিটার স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া, পুরনো অব্যবহৃত ট্রান্সমিটারসহ আনুষংগিক যন্ত্রপাতিসমূহ সরকারের যথাযথ বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন রয়েছে।

১৬.০ <u>সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ</u>

১৬.১ বাংলাদেশ বেতারের শ্রোতা/ব্যবহারীর সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানমালার মানোন্নয়নের কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা সমীচীন হবে (অনুচ্ছেদ ১৫.২)।

১৬.২ বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানমালার নিরবিচ্ছিন্ন ব্যবহার নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রয়োজনে স্থাপিত ট্রান্সমিটারের পাশাপাশি বিকল্প ট্রান্সমিটার স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ-১৫.৩)।

“বাংলাদেশ বেতারের দেশব্যাপী এফ.এম সম্প্রচার নেটওয়ার্ক প্রবর্তন ১ম পর্যায় (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক

বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১২)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, কক্সবাজার, খুলনা, যশোর, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল জেলা

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : তথ্য মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ বেতার

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২৩৫৬.২৫ ২৩৫৬.২৫ (-)	২৮৪৮.৮৪ ২৮৪৮.৮৪ (-)	২৮৩২.৩৮ ২৮৩২.৩৮ (-)	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১১	জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১২	জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১২	৪৭৬.১৩ (২০.২১%)	১ বছর ৬ মাস (৭৫%)

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	গ্যাস ও জ্বালানী	থোক	-	১১.১৫	-	১১.১৫
২	বীমা ও ব্যাংক চার্জ	থোক	-	৩৩.৭০	-	৩৩.৭০
৩	কমিশন/ইন্টারনেট	থোক	-	৩০.০০	-	২৯.৮৪
৪	স্টেশনারী ও সীল	থোক	-	১২.০০	-	১১.৯৮
৫	পরিবহন ব্যয়	থোক	-	১৪.০০	-	১৩.৯৮
৬	পরামর্শক	জনমাস	৫	৬.২৫	৫	৬.২৫
৭	সম্মানী	থোক	-	৩.১০	-	৩.০৮
৮	ভাড়ায় গাড়ী	থোক	-	১১.৪৬	-	১১.১১
৯	বিবিধ ব্যয়	থোক	-	২৫.০০	-	২৫.০০
১০	যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১৪৯	২১১১.০২	১৪৯	২১১১.০০
১১	কম্পিউটার ও যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১	১.০০	১	১.০০
১২	অফিস যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	২	২.০০	২	২.০০
১৩	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৪৩২	৪০.৬১	৪৩২	৪০.৬০
১৪	বেতার যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	২৫০০	১৩.০০	২৫০০	১২.৯৯
১৫	ভূমি উন্নয়ন	বঃমিঃ	-	২৪.৯৪	-	২৪.৯২
১৬	অফিস ভবন নির্মাণ	সংখ্যা	-	৫৫.৪০	-	৫৫.৪০
১৭	অন্যান্য নির্মাণ কাজ	সংখ্যা	-	২৮৪.২১	-	২৮৩.৮৬
১৮	সিডি/ভ্যাট	থোক	-	১৭০.০০	-	১৫৪.৫২
	মোটঃ		-	**২৮৪৮.৮৪**	-	**২৮৩২.৩৮ (৯৯.৪২%)**

৬.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ পটভূমিঃ

বিগত দশকগুলোতে সম্প্রচার ও ইলেকট্রনিক্স জগতে বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে তাদের সম্প্রচার, স্টুডিও এবং ধারণ ব্যবস্থা অনেক আগে থেকেই আধুনিক, ডিজিটাল ও সলিডস্টেট যন্ত্রপাতি দ্বারা আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এ সকল দেশে বর্তমান সম্প্রচার ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তির এফ. এম. সম্প্রচার চালু হয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ বেতারের কার্যক্রম মূলতঃ এ. এম. পদ্ধতির সম্প্রচার ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মনুষ্যসৃষ্ট যানবাহন, যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিকীকরণ, কোলাহল, Noise, Interference ইত্যাদির দ্বারা মধ্যম তরঙ্গ এ. এম. বেতার সম্প্রচারে বিঘ্ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ শহরাঞ্চলে কোলাহলমুক্ত ও স্বচ্ছ বেতার অনুষ্ঠান গ্রহণের জন্য এফ. এম. সম্প্রচার অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। সুতরাং আধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রের মাধ্যমে স্বচ্ছ ও শব্দদূষণমুক্ত অনুষ্ঠান শ্রোতাবৃন্দের দোড়-গোড়ায় পৌঁছানোর জন্য বাংলাদেশ বেতারের সম্প্রচার ব্যবস্থায় এফ. এম. প্রযুক্তি গ্রহণ ও প্রয়োগসহ প্রচার ভবনের যন্ত্রপাতিগুলো ডিজিটালাইজ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ বেতারে এখনও ঐসব প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি না থাকায় বেতার প্রযুক্তিগতভাবে পিছিয়ে পড়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের ন্যায় বাংলাদেশ বেতারের সম্প্রচারের মান ও কার্যক্রম আধুনিক, গতিশীল ও যুগোপযোগী করা তথা আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বেতারের পুরাতন ও ক্ষয়প্রাপ্ত এনালগ পদ্ধতির যন্ত্রপাতির পরিবর্তে ডিজিটাল যন্ত্রপাতি ও এফ. এম. ট্রান্সমিটার স্থাপন করার জন্য বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ দেশব্যাপী এফ. এম. ব্রডকাস্টিং নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা যাতে শ্রোতারা মানসম্পন্ন ও শব্দদূষণমুক্ত অনুষ্ঠান শুনতে পারে।

৮.০ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

প্রকল্পটির উপর ০৭/০৬/২০০৯ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত প্রকল্পটি ২৩৫৬.২৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (সম্পূর্ণ জিওবি) এবং জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে গত ৩০/০৮/২০০৯ তারিখ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বিভিন্ন খাতের প্রাক্কলিত ব্যয় সমন্বয়পূর্বক ১ম সংশোধিত প্রকল্পটির উপর গত ১৩/১২/২০১০ তারিখ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি ২৩৭৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় (সম্পূর্ণ জিওবি) এবং জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে গত ২৬/০১/২০১১ তারিখ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের যাবতীয় কার্যাবলী সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। ফলে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর অর্থাৎ জুন, ২০১২ পর্যন্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক গত ১৯/০৭/২০১১ তারিখে বৃদ্ধি করা হয়। অনুমোদিত প্রকল্পের কতিপয় অংগের বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি করে ২য় সংশোধিত প্রকল্প মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ০৮/১২/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়। ২য় সংশোধিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৪৮.৮৪ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল জুলাই ২০০৯ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত। সর্বশেষ গত ২৯/১১/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৯.০ প্রকল্প শুরু থেকে আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (লক্ষ টাকায়):

অর্থ বছর	আরএডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	প্রকৃত ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ
২০০৯-১০	১৫৭৭.০০	১৫৭৭.০০	-	১৫৭৭.০০	১৫৩৮.৮৩	১৫৩৮.৮৩	-
২০১০-১১	৮২১.০০	৮২১.০০	-	৮২১.০০	৭৮২.৮৭	৭৮২.৮৭	-
২০১১-১২	৪৮৭.০০	৪৮৭.০০	-	৪৮৭.০০	৪৮৬.৮৫	৪৮৬.৮৫	-
২০১২-১৩	২৪.০০	২৪.০০	-	২৪.০০	২৩.৮৩	২৩.৮৩	-
মোটঃ	২৯০৯.০০	২৯০৯.০০	-	২৯০৯.০০	২৮৪৮.৯১	২৮৪৮.৯১	-

১০.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন (প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে):

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) দেশব্যাপী এফ. এম. ব্রডকাস্টিং নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা যাতে শ্রোতা মানসম্পন্ন ও শব্দদূষণমুক্ত অনুষ্ঠান শুনতে পারে।	প্রকল্পের আওতায় দেশের দশটি স্থানে এফ. এম. নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত এফ. এম. নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত স্থানে আধুনিক মানের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি হয়েছে।

১১.০ **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ** প্রযোজ্য নয়।

১২.০ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ** প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ বেতারের স্টেশন ইঞ্জিনিয়ার জনাব মোঃ আবুল বাশার পাটওয়ারী প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৩.০ **প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত মূল কার্যক্রমসমূহঃ**

১৩.১ **যন্ত্রপাতি ক্রয়ঃ** প্রকল্পের আওতায় ১০টি স্থানের প্রতিটিতে ১টি করে ১০ কিলোওয়াট এফ. এম. ট্রান্সমিটারসহ আনুষংগিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যমতে বিভিন্ন কেন্দ্রে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতির তালিকা নিম্নরূপঃ

১৩.১.১ **কল্যাণপুর, ঢাকাঃ** ১টি ১০ কিলোওয়াট এফ. এম. ট্রান্সমিটার, AVR, ফিডার ক্যাবল, অডিও ক্যাবল, এন্টেনা, টাওয়ার, ৮০ কেভিএ ডিজেল জেনারেটর, ডিহিউমিডিফায়ার, ৩০ কেভিএ ইউপিএস, ৩টি ২ টন ক্যাপাসিটর এসি ও ১টি ৫ টন ক্যাপাসিটর এসি।

১৩.১.২ **রাজশাহী সদরঃ** ১টি ১০ কিলোওয়াট এফ. এম. ট্রান্সমিটার, AVR, ফিডার ক্যাবল, অডিও ক্যাবল, এন্টেনা, টাওয়ার, ৪৫ কেভিএ ডিজেল জেনারেটর, ডিহিউমিডিফায়ার, ৩০ কেভিএ ইউপিএস, ২টি ২ টন ক্যাপাসিটর এসি ও ১টি ৫ টন ক্যাপাসিটর এসি।

১৩.১.৩ **রংপুর সদরঃ** ১টি ১০ কিলোওয়াট এফ. এম. ট্রান্সমিটার, AVR, ফিডার ক্যাবল, অডিও ক্যাবল, এন্টেনা, টাওয়ার, ৪৫ কেভিএ ডিজেল জেনারেটর, ডিহিউমিডিফায়ার, ৩০ কেভিএ ইউপিএস, ২টি ২ টন ক্যাপাসিটর এসি ও ১টি ৫ টন ক্যাপাসিটর এসি।

১৩.১.৪ **সিলেট সদরঃ** ১টি ১০ কিলোওয়াট এফ. এম. ট্রান্সমিটার, AVR, ফিডার ক্যাবল, অডিও ক্যাবল, এন্টেনা, টাওয়ার, ৪৫ কেভিএ ডিজেল জেনারেটর, ডিহিউমিডিফায়ার, ৩০ কেভিএ ইউপিএস, ২টি ২ টন ক্যাপাসিটর এসি ও ১টি ৫ টন ক্যাপাসিটর এসি।

১৩.১.৫ **খুলনা সদরঃ** ১টি ১০ কিলোওয়াট এফ. এম. ট্রান্সমিটার, AVR, ফিডার ক্যাবল, অডিও ক্যাবল, এন্টেনা, টাওয়ার, ডিহিউমিডিফায়ার, ৩০ কেভিএ ইউপিএস, ২টি ২ টন ক্যাপাসিটর এসি ও ১টি ৫ টন ক্যাপাসিটর এসি।

১৩.১.৬ **লালমাই, কুমিল্লাঃ** ১টি ১০ কিলোওয়াট এফ. এম. ট্রান্সমিটার, AVR, ফিডার ক্যাবল, অডিও ক্যাবল, এন্টেনা, টাওয়ার, ডিহিউমিডিফায়ার, ৩০ কেভিএ ইউপিএস, ২টি ২ টন ক্যাপাসিটর এসি ও ১টি ৫ টন ক্যাপাসিটর এসি।

১৩.১.৭ **রূপাতলী, বরিশালঃ** ১টি ১০ কিলোওয়াট এফ. এম. ট্রান্সমিটার, AVR, ফিডার ক্যাবল, অডিও ক্যাবল, এন্টেনা, টাওয়ার, ডিহিউমিডিফায়ার, ৩০ কেভিএ ইউপিএস, ২টি ২ টন ক্যাপাসিটর এসি ও ১টি ৫ টন ক্যাপাসিটর এসি।

১৩.১.৮ **অভয়নগর, যশোরঃ** ১টি ১০ কিলোওয়াট এফ. এম. ট্রান্সমিটার, AVR, ফিডার ক্যাবল, অডিও ক্যাবল, এন্টেনা, টাওয়ার, ডিহিউমিডিফায়ার, ৩০ কেভিএ ইউপিএস, ২টি ২ টন ক্যাপাসিটর এসি ও ১টি ৫ টন ক্যাপাসিটর এসি।

১৩.১.৯ **কক্সবাজার সদরঃ** ১টি ১০ কিলোওয়াট এফ. এম. ট্রান্সমিটার, AVR, ফিডার ক্যাবল, অডিও ক্যাবল, এন্টেনা, টাওয়ার, ডিহিউমিডিফায়ার, ৩০ কেভিএ ইউপিএস, ২টি ২ টন ক্যাপাসিটর এসি ও ১টি ৫ টন ক্যাপাসিটর এসি।

১৩.১.৮ **পাহাড়তলী, চট্টগ্রামঃ** ১টি ১০ কিলোওয়াট এফ. এম. ট্রান্সমিটার, AVR, ফিডার ক্যাবল, অডিও ক্যাবল, এন্টেনা, টাওয়ার, ৪৫ কেভিএ ডিজেল জেনারেটর, ডিহিউমিডিফায়ার, ৩০ কেভিএ ইউপিএস, ২টি ২ টন ক্যাপাসিটর এসি ও ১টি ৫ টন ক্যাপাসিটর এসি।

১৩.২ **নির্মাণ কাজঃ** প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ বেতারের ১০টি কেন্দ্রের পুরাতন ও জরাজীর্ণ ভবনসমূহ মেরামত করা হয়েছে। এছাড়া পুরাতন অকেজো বৈদ্যুতিক ফিটিং ফিকচার্স পরিবর্তনসহ আনুষংগিক বৈদ্যুতিক মেরামত ও নবায়ন করা হয়েছে। অধিকন্তু স্টুডিওসমূহতে উন্নতমানের অডিও রেকর্ডিং-এর উপযোগী এ্যাকুস্টিক ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে। এ

সকল কার্যাবলী সম্পাদন করতে অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থানের বিপরীতে মোট ৩৩৯.৬১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

গত ২৪/০৬/২০১৪ তারিখে প্রকল্পের আওতায় সিলেট সদরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে আলোচ্য প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে বর্ণিত কেন্দ্রে সংগৃহীত যন্ত্রপাতি ও সম্পাদিত পূর্ত কাজ পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ বেতার, সিলেট কেন্দ্রে অনুমোদিত সংস্থান অনুযায়ী ১০ কিলোওয়াট এফ. এম. ট্রান্সমিটার, AVR, ফিডার ক্যাবল, অডিও ক্যাবল, এন্টেনা, টাওয়ার, ৮০ কিলোওয়াট ডিজেল জেনারেটর, ডিহিউমিডিফায়ার, ৩০ কিলোওয়াট ইউপিএস, ৩টি ২ টন ক্যাপাসিটর এসি ও ২টি ৫ টন ক্যাপাসিটর এসি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া স্টুডিওসমূহের এ্যাকুস্টিক ট্রিটমেন্ট ও ভবনসমূহের মেরামত কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। সংগৃহীত সকল যন্ত্রপাতি সচল রয়েছে এবং সম্প্রচারের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে মর্মে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অবহিত করেন।

১৫.০ বিশেষ পর্যবেক্ষণঃ

১৫.১ অনুষ্ঠানমালায় বৈচিত্র্য আনয়নঃ

পরিদর্শনকালে সিলেট বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহের তালিকা পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণ ও আলোচনায় জানা যায় যে, বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানমালার বিষয়বস্তুর মধ্যে আঞ্চলিক, দেশীয় ও বিদেশী সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয় অন্যতম। তবে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠানমালায় আরও বৈচিত্র্য আনার অবকাশ রয়েছে। যেমনঃ এফ এম সম্প্রচারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রসমূহের বিষয়ে জনগণকে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখা সম্ভব। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের মধ্যে আগ্রহ তৈরিতে বাংলাদেশ বেতার ভূমিকা রাখতে পারে। অনুষ্ঠানের নতুন ও অভিনব ক্ষেত্র তৈরির মাধমেই কেবল বাংলাদেশ বেতারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

১৫.২ পাওয়ার ব্যাকআপ ব্যবস্থার অপ্রতুলতাঃ

বাংলাদেশ বেতারের সিলেট কেন্দ্রে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ১টি ১০ কিলোওয়াট এফ এম ট্রান্সমিটার ও পূর্বে স্থাপিত ট্রান্সমিটারসহ মোট ৩টি এফ এম ট্রান্সমিটার ব্যবহার করা হচ্ছে। এফ এম ট্রান্সমিটার ছাড়াও এ কেন্দ্র থেকে মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে বৃহত্তর ভৌগলিক এলাকায় সম্প্রচার করা হয়। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, বর্তমানে প্রাপ্ত পাওয়ার ব্যাক-আপ এক সাথে ৩টি ট্রান্সমিটার সাপোর্ট দিতে পারে না। ফলে লোডশেডিং-এর সময় অনেক ক্ষেত্রে সম্প্রচার ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়। ব্যাকআপ-এর পরিমাণ বৃদ্ধির মাধমে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৫.৩ ট্রাফিক সম্প্রচার অনুষ্ঠান যুগোপযোগীকরণঃ

পরিদর্শনকালে আলোচনায় জানা যায় যে, বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন সম্প্রচার কেন্দ্রসমূহ হতে বর্তমানে ট্রাফিক সম্প্রচার সংক্রান্ত অনুষ্ঠানমালায় শুধুমাত্র ট্রাফিক নিয়মাবলীসহ সাধারণ বিষয়াবলী সম্প্রচার করা হয়ে থাকে। কিন্তু বৃহৎ শহরসমূহে ট্রাফিকের চাপ হ্রাসকরণের জন্য প্রয়োজন শহরের বিভিন্ন পয়েন্টের ট্রাফিকের হালনাগাদ অবস্থার লাইভ সম্প্রচার করা। বাংলাদেশ বেতার ট্রাফিক সংক্রান্ত অনুষ্ঠান সম্প্রচার করলেও বিভিন্ন পয়েন্টের ট্রাফিকের হালনাগাদ অবস্থা লাইভ সম্প্রচার করে না। ফলে ট্রাফিক সম্প্রচার অনুষ্ঠান শ্রোতাদের যথাযথ মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়নি।

১৫.৪ জনবলের স্বল্পতাঃ

প্রকল্পের আওতায় ১০টি কেন্দ্রে এফ এম প্রযুক্তির ট্রান্সমিটার প্রবর্তনের মাধ্যমে এ সকল কেন্দ্রে আধুনিক বেতার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। এফ এম প্রযুক্তিতে সহজলভ্য low-power ডিভাইসের মাধ্যমে high quality & noise-free signal সম্প্রচার করা সম্ভব। আধুনিক প্রযুক্তির ট্রান্সমিটার স্থাপন করা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে এসকল আধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতির সর্বত্তোম ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ্য, জনবলের স্বল্পতা বিশেষ করে কারিগরি জনবলের স্বল্পতার কারণে স্থাপিত এফ এম ট্রান্সমিটারের air-time এর একটি বৃহৎ অংশে কোন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা সম্ভব হয়না।

১৫.৫ টাওয়ারের উচ্চতাঃ

এফ এম প্রযুক্তির ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে সম্প্রচারিত signal লাইন অব সাইট বরাবর প্রপাগেট করে বিধায় এ প্রযুক্তিতে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য প্রয়োজন বাধাহীন সম্প্রচার মাধ্যম। ট্রান্সমিটিং এ্যান্টেনা এবং শ্রোতার মাঝে কোন

প্রতিবন্ধকতা থাকলে সম্প্রচার বিঘ্নিত হয়। পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করা হয় যে, পরিদর্শিত এলাকা সিলেটে স্থাপিত টাওয়ারের উচ্চতা মাত্র ১৮০ মিটার। সিলেট শহর ও আশে-পাশের এলাকার অধিকাংশই টিলা/পর্বত বেষ্টিত বিধায় টিলা/পর্বতসমূহ এফ এম সম্প্রচারে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। ফলে অনেক অঞ্চলের শ্রোতাগণ সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান শ্রবণ ও উপভোগ হতে বঞ্চিত হন। টাওয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ সমস্যা অনেকটাই হ্রাস করা সম্ভব মর্মে আলোচনায় জানা যায়।

১৫.৬ <u>মেরামত খাতে অপ্রতুল বরাদ্দঃ</u>

বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক বিভিন্ন পর্যায়ে সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহ মেরামতের জন্য রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়। আলোচনায় জানা যায় যে, মেরামত বাবদ যে বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। ফলে সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহসহ যথাযথ মেরামত করা সম্ভব হয়না।

১৬.০ <u>সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ</u>

১৬.১ বাংলাদেশ বেতার আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে নতুন, অভিনব ও বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠানমালা প্রণয়নপূর্বক সম্প্রচারে সচেষ্ট হবে;

১৬.২ বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রে বিদ্যমান অপর্যাপ্ত পাওয়ার ব্যাকআপ সমস্যার নিরসনকল্পে অতিরিক্ত পাওয়ার ব্যাকআপ সংযোগ করা যেতে পারে;

১৬.৩ তীব্র যানজটে আক্রান্ত শহরসমূহে ট্রাফিক সম্প্রচার প্রোগ্রামের আওতায় শহরের অধিকাংশ পয়েন্টের ট্রাফিকের হালনাগাদ অবস্থার বিবরণ লাইভ সম্প্রচার করা প্রয়োজন;

১৬.৪ সংগৃহীত আধুনিক যন্ত্রপাতিসমূহের যথাযথ ব্যবহারপূর্বক শ্রোতাদের জনপ্রিয়তা ও আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে কারিগরি জনবল নিয়োগের বিষয়টি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বিবেচনা করবে;

১৬.৫ সিলেটসহ পার্বত্য এলাকায় নির্বিঘ্নে এফ এম সিগন্যাল সম্প্রচারের লক্ষ্যে টাওয়ারের উচ্চতা প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে; এবং

১৬.৬ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ বেতারের যন্ত্রপাতি ও স্থাপনাসমূহের নিয়মিত মেরামত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মেরামত বাবদ অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের সম্প্রসারিত ভবনের স্টুডিও যন্ত্রপাতি স্থাপন (সংশোধিত)

প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত জুন, ২০১৩)

০১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের সম্প্রসারিত ভবনের স্টুডিও যন্ত্রপাতি স্থাপন (সংশোধিত)
০২.	প্রকল্পের অবস্থান	:	রামপুরা, ঢাকা
০৩.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	তথ্য মন্ত্রণালয়
০৪.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ টেলিভিশন

০৫. প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ :

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয়(মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্ত-বায়নকালের %)
মূল মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৪৪২০.০০ ৪৪২০.০০ (-)	৫৪১০.০০ ৫৪১০.০০ (-)	৫০৭২.৫৪ ৫০৭২.৫৪ (-)	জুলাই,২০০৬ হতে জুন, ২০০৮	জুলাই,২০০৬ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই,২০০৬ হতে জুন, ২০১৩	৬৫২.৫৪ ১৪.৭৬%	৫ বছর ২৫০%

০৬. প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক বাস্তবায়ন (তথ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে):

ক্রঃ নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
০১.	বীমা/ব্যাংক চার্জ	থোক	৭৫.০০	--	৭৩.৮০ (৯৮%)	--
০২.	স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প	থোক	৫.৫৭	--	৫.৫৭ (১০০%)	--
০৩.	পরিবহন (খালাস, বন্দর খরচ, শ্রমিক ইত্যাদি)	থোক	৩৮.০০	--	৩৭.৮৬ (৯৯%)	--
০৪.	সম্মানী ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক	থোক	৭.০০	--	৫.৬৩ (৮০%)	--
০৫.	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	৫.০০	--	৫.০০	--
০৬.	অন্যান্য ব্যয় (যন্ত্রপাতি স্থাপন বাবদ স্থানীয় ক্রয়, অদৃষ্টপূর্ব, বিবিধ)	থোক	২৭.০০	--	২৭.০০ (১০০%)	--
০৭.	যন্ত্রপাতি	থোক	৩৩২৭.০০	--	৩২৪৬.২৫ (৯৭%)	--
০৮.	পূর্ত	থোক	৩৮৪.৪১	--	৩৮৪.৪১	--
০৯.	বৈদ্যুতিক	থোক	৪১.০২	--	৪১.০২	--
১০.	সিডি ভ্যাট	থোক	১৫০০.০০	--	১২৪৬.০০ (৮৩%)	--
	সর্বমোট		**৫৪১০.০০**	**--**	**৫০৭২.৫৪ (৯৪%)**	**--**

০৭. **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** প্রযোজ্য নয়।

০৮. **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৮.১ **পটভূমিঃ**

বাংলাদেশ টেলিভিশন বাংলাদেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, জনসংখ্যা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে আসছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের লক্ষ্য শুধু অনুষ্ঠান সম্প্রচার করাই নয়, বরং জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে দারিদ্র্য বিমোচনসহ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড যেমন-প্রাথমিক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, নারী শিক্ষা, মহিলা ও শিশু অধিকার, বৃক্ষরোপন, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য গুরুত্ব সহকারে সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা। কিন্তু কারিগরি অসুবিধার কারণে সকল সেক্টরের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের আওতায় আনা সম্ভব হয় না। এছাড়া পরিবর্তীত প্রেক্ষাপটে বেসরকারি টেলিভিশনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার পাশাপাশি কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক সৃষ্টিশীল অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে ধারন এবং সম্পাদনার ক্রম বর্ধমান চাহিদার কারণে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের সম্প্রসারিত ভবনে ১টি সংবাদ, ১টি টক, ১টি ড্রামা এবং ১টি অডিও রেকর্ডিং স্টুডিও নির্মাণের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** অনুষ্ঠান নির্মাণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের সম্প্রসারিত ভবনে ৪টি স্টুডিও (ড্রামা, টক, নিউজ এবং অডিও রেকর্ডিং) যন্ত্রায়নের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সংস্থাপন ও চালুকরণ।

০৯. **প্রকল্প অনুমোদন অবস্থাঃ** মূল প্রকল্পটির উপর গত ১৫-০৬-২০০৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত প্রকল্পটি ৪৪২০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০০৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে গত ২২-০২-২০০৬ তারিখে তৎকালীন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের কার্যাবলী সমাপ্ত না হওয়ায় পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর অর্থাৎ জুন ২০১০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি ৫৪১০.০০ লক্ষ (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে ১৭-০৯-২০০৯ তারিখের একনেক সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের কার্যাবলী সমাপ্ত না হওয়ায় পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ দুই ধাপে এক বছর করে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১০. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন (প্রাপ্ত পিসিআরের ভিত্তিতে):**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
অনুষ্ঠান নির্মাণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের সম্প্রসারিত ভবনে ৪-টি স্টুডিও(ড্রামা, টক, নিউজ এবং অডিও রেকর্ডিং) যন্ত্রায়নের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সংস্থাপন ও চালুকরণ।	ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের সম্প্রসারিত ভবনে ৪-টি স্টুডিও-তে (ড্রামা, টক, নিউজ এবং অডিও রেকর্ডিং) যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ স্টুডিওসমূহ আধুনিকায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে সফলভাবে- ১. সংবাদ স্টুডিও থেকে সংবাদ পরিবেশন করা হয় ২. ড্রামা স্টুডিওতে নাটক নির্মাণ করা হয়; ৩. টক স্টুডিও থেকে টকশোগুলো পরিবেশন করা হয়; ৪. অডিও রেকর্ডিং স্টুডিওতে অডিও রেকর্ডিং করা হয়।

১১. **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ** প্রযোজ্য নয়।

১২. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ** প্রকল্পের শুরু থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ	নিয়োগের ধরণ
০১.	জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ সিনিয়র প্রকৌশলী	২০০৬	১৭-০২-২০০৯	খন্ডকালীন
০২.	জনাব মোঃ রায়হানুল হক ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার	১৮-০২-২০০৯	১৫-০৫-২০১১	খন্ডকালীন
০৩.	জনাব মোঃ রায়হানুল হক সিনিয়র প্রকৌশলী	১৬-০৫-২০১১	৩০-০৬-২০১৩	পূর্ণকালীন

১৩. প্রকল্প পরিদর্শনঃ

বাংলাদেশ টেলিভিশনের "ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের সম্প্রসারিত ভবনের স্টুডিও যন্ত্রপাতি স্থাপন (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম গত ২১/০৫/২০১৪ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে আলোচ্য প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ রায়হানুল হক, সিনিয়র প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সরেজমিনে পরিদর্শন সাপেক্ষে প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংগসমূহের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

১৩.১ প্রধান প্রধান অঙ্গের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ

১৩.১.১ যন্ত্রপাতিঃ

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৪টি স্টুডিও-তে রেকর্ডিং যন্ত্রপাতি, নন-লিনিয়ার এডিট স্যুট, স্টোরেজ সার্ভার, প্লে-আউট সার্ভারসহ আনুষংগিক যন্ত্রাদি স্থাপন করা হয়েছে। অনুমোদিত প্রকল্পে যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ৩৩২৭.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এ সংস্থানের বিপরীতে প্রকল্প মেয়াদে ৩২৪৬.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংস্থানকৃত সকল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়েছে। সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহ ৪টি স্টুডিওতে ব্যবহার করা হচ্ছে মর্মে জানানো হয়। যন্ত্রপাতি ক্রয় খাতে অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৭.৫৭% আর্থিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

১৩.১.২ পূর্ত কাজঃ

অনুমোদিত ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ৪টি স্টুডিওতে আধুনিক এ্যাকুস্টিক ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে। স্টুডিওসমূহের প্রোডাকশন কন্ট্রোল রুমের যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য থাই গ্লাস পার্টিশন স্থাপন করা হয়েছে। স্টুডিওসমূহের প্রোডাকশন কন্ট্রোল রুম এবং সেন্ট্রাল এ্যাপারেটাস রুমে আধুনিক প্রযুক্তিতে ফ্লোর রেইজিং-সহ ফলস্ সিলিং স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, টক ও ড্রামা স্টুডিওতে Cat Walk স্থাপন করা হয়েছে। এ বাবদ মোট ৩৮৪.৪১ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৩৮৪.৪১ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১০০%।

১৩.১.৩ বৈদ্যুতিক কাজঃ

স্টুডিওসমূহ হতে নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রচারের জন্য সম্প্রচার যন্ত্রপাতির সংগে ইউপিএস স্থাপন করা হয়েছে। সেন্ট্রাল এ্যাপারেটাস রুমে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, বৈদ্যুতিক ক্যাবল, ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, সার্কিট ব্রেকারসহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি স্থাপন করা হয়েছে। এ বাবদ মোট ৪১.০২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা অনুমোদিত সংস্থানের ১০০%।

১৪. বাস্তবায়ন সমস্যা/বিশেষ পর্যবেক্ষণঃ

১৪.১ ক্রয় সংক্রান্ত জটিলতা ও ২৫০% টাইম ওভার রানঃ

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ড্রামা ষ্টুডিও'র টিভিআর, ভিডিও ক্যাসেট এবং ভিডিও প্লে-আউট সার্ভার ইত্যাদি সরবরাহের জন্য আহ্বানকৃত আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তি অনুযায়ী মালামাল সরবরাহের পরিবর্তে অযাচিত, অপ্রয়োজনীয় স্ক্রেপ মালামাল সরবরাহ করায় উক্ত মালামাল গ্রহণ না করে ঠিকাদারকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বঞ্চিতদের তালিকাভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে পুনরায় দরপত্র আহবানের মাধ্যমে উক্ত মালামাল সংগ্রহ করা হয়। পূর্বের আহ্বানকৃত দরপত্র বাতিলপূর্বক পুনরায় দরপত্র আহবান করে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করায় দুই ধাপে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হয়। আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে ২৫০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে।

১৪.২ স্টুডিওসমূহের ডিজিটাইজেশনঃ

প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের সম্প্রসারিত ভবনে ৪ টি স্টুডিও-তে (ড্রামা, টক, নিউজ এবং অডিও রেকর্ডিং) আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত স্টুডিওসমূহ বর্তমানে প্রোগ্রাম ও নিউজ রেকর্ডিং-এর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে, মাস্টার কন্ট্রোল সিস্টেম অটোমেটেড না হওয়ায় এডিটিং প্যানেল, প্লে-আউট সর্ভারসহ বিভিন্ন সেগমেন্ট-এর মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে নিখুঁতভাবে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা সম্ভব হয় না। স্টুডিওসমূহের ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সম্প্রচার ব্যবস্থার অধিক উন্নয়ন সম্ভব মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৪.৩ ডিজিটাল আর্কাইভিং:

প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৪টি স্টুডিওসহ বাংলাদেশ বেতারের অন্যান্য স্টুডিও-তে ধারণকৃত অনুষ্ঠানসমূহ বর্তমানে কেন্দ্রীয়ভাবে স্থায়ী সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠান ও নিউজের ফুটেজসমূহ ডিজিটাল আর্কাইভিং-এর ব্যবস্থা না থাকায় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ও নিউজের ফুটেজসমূহ স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না।

১৪.৪ **জনবলের স্বল্পতাঃ**

প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের ৪টি স্টুডিও’র আধুনিকায়ন করা হয়েছে। স্টুডিওসমূহে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হলেও এসকল যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি জনবলের অভাব রয়েছে। প্রয়োজনীয় কারিগরি জনবলের অভাবে সংগৃহীত আধুনিক যন্ত্রপাতিসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না মর্মে পরিদর্শনকালে জানানো হয়।

১৫. সুপারিশঃ

১৫.১ এডিটিং প্যানেল, প্লে-আউট সার্ভারসহ রেকর্ডিং সিস্টেমের মধ্যে নিখুঁত সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে অধিক মান সম্পন্ন সম্প্রচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ষ্টুডিওসমূহের মাষ্টার কন্ট্রোল সিস্টেমে ডিজিটাল অটোমেশন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে;

১৫.২ প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৪টি ষ্টুডিওসহ অন্যান্য ষ্টুডিওতে ধারণকৃত ফুটেজ/অনুষ্ঠানসমূহ স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের নিমিত্ত ডিজিটাল আর্কাইভিং সিস্টেম চালুর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;

১৫.৩ বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে; এবং

১৫.৪ সংগৃহীত আধুনিক যন্ত্রপাতিসমূহের যথাযথ ব্যবহারপূর্বক দর্শকদের জনপ্রিয়তা ও আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে কারিগরি জনবল নিয়োগের বিষয়টি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বিবেচনা করবে।

“চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে সনাতন চলচ্চিত্রের সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কার্যক্রম পুনরুদ্ধারকরণ (৩য় সংশোধিত)” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : শাহবাগ, ঢাকা

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : তথ্য মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১৬০১.০০ ১৬০১.০০ (-)	২১০৫.৩৬ ২১০৫.৩৬ (-)	১৭৭৭.২৮ ১৭৭৭.২৮ (-)	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০০৮	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩	১৭৬.২৮ (১১%)	৫ বছর (২৫০%)

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১।	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	৫৬.৯৩	৯	৫৬.৮৩	৯
০২।	কর্মচারীদের বেতন	জন	৩৫.০৩	৯	৩৪.৭৩	৯
০৩।	ভাতাদি	জন	২৪.১৩	১৮	২০.৭৩	১৮
০৪।	রিসার্চ, কালেকশন অব ফিল্ম রেলিভেন্ট পাবলিকেশন	থোক	৭.০৫	৫	৭.০৫	৫
০৫।	সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স অন ফিল্ম এন্ড পাবলিকেশন	থোক	১৭.৬৩	১০	১৭.৬৩	১০
০৬।	ভিজিট দ্যা আর্কাইভস অব ডেভেলপড এন্ড ডেভেলপিং কান্ট্রি	থোক	১৪.৯৯	৩	১৪.৯৯	৩
০৭।	ইনস্টলেশন অব ইক্যুইপমেন্ট কমিশনিং এন্ড অন সাইট এন্ড অপারেশনাল ট্রেনিং	থোক	৩৭.৩৫	-	৩৭.৩৫	-
০৮।	র-মেটারিয়ালস (নেগেটিভ, কেমিক্যাল, ডিস্ক ইত্যাদি)	থোক	৬০.০০	-	৫৯.৯৫	-
০৯।	ফ্যাক্টরী ভিজিট (প্রি-শিপমেন্ট, ইন্সপেকশন)	থোক	২৫.৮১	২	২৫.৮১	২
১০।	কমপ্রিহেনসিভ এন্ড প্র্যাকট্রিক্যাল ট্রেনিং ল্যাব এ্যাটাচমেন্ট	থোক	২০.৮৭	-	২০.৮৭	-
১১।	টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল	থোক	৬.০১	-	৪.২৪	-
১২।	রেন্ট অব অফিস স্পেস (৫০০০ বর্গফুট)	থোক	১০.২৮	-	১০.২৮	-
১৩।	হায়ারিং চার্জ (১টি মাইক্রোবাস)	থোক	৩৬.০৭	-	৩৬.০২	-
১৪।	বিবিধ	থোক	৭৪.১৭	-	৭৪.০৯	-
১৫।	মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	২৪.৮৭	-	২২.৯২	-
১৬।	সম্পদ সংগ্রহ	প্যাকেজ	১৩০৬.১৭	৩০	১২৫০.০৩	২৮
১৭।	সিডি/ভ্যাট	থোক	৩৪৮.০০	-	৮৩.৭৬	-
	মোটঃ		**২১০৫.৩৬**		**১৭৭৭.২৮**	

৬.০ <u>কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ</u> প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ পটভূমিঃ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে চলচ্চিত্র সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ইতিহাস সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে ২১০১টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র (মাস্টার প্রিন্ট এবং অরিজিনাল নেগেটিভ ফরমে) বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে সংরক্ষিত আছে। তাছাড়া, ৫৩১০৪টি বই, মনোগ্রাফ এবং চলচ্চিত্র সংক্রান্ত দ্রব্যাদিও এ প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত রয়েছে। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের চলচ্চিত্র সংরক্ষণ পদ্ধতি যুগোপযোগী না হওয়ায় যথাযথভাবে সংরক্ষণের অভাবে কিছু কিছু ছায়াছবির অরিজিনাল নেগেটিভের সেলুলয়েডের ইমালশনে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। তাই বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সংরক্ষণ সুবিধাদির সীমাবদ্ধতা এবং অবকাঠামোগত অসুবিধাদি দূর করে চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর প্রেক্ষিতে সর্বশেষ তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ফিল্ম আর্কাইভকে যুগোপযোগী করার জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৭.২ উদ্দেশ্যঃ

(১) চলচ্চিত্র এবং অন্যান্য আর্কাইভাল বস্তু সংরক্ষণের পদ্ধতি আধুনিকায়ন;

(২) ডিজিটাল আর্কাইভিং পদ্ধতির প্রবর্তন;

(৩) ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং দুর্লভ চলচ্চিত্রকে ডিজিটাল ফরমেটে সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার;

(৪) বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধি ও চলচ্চিত্র সংরক্ষণ পদ্ধতির বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি;

(৫) চলচ্চিত্র ও এ সংক্রান্ত প্রকাশনাসমূহের বৈজ্ঞানিক দলিলিকরণ নিশ্চিতকরণ, ডাটাবেইজ ও ওয়েবসাইট স্থাপন; এবং

(৬) চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষংগিক বিষয়ে গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

৮.০ **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

৮.১ **প্রকল্প অনুমোদনঃ** আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপির উপর ০৮/০২/২০০৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ১৬০১.১০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ০৫/০৬/২০০৬ তারিখে অনুমোদিত হয়।

৮.২ **১ম সংশোধনঃ** প্রকল্পের বেতন-ভাতাদিসহ পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ অন্তর্ভুক্ত করা, ১ম অর্থবছরে এডিপি অর্থ ছাড়ে ৯ মাস বিলম্ব, প্রকল্প শুরুর ৮ মাস পর অতিরিক্ত দায়িত্বে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, তথ্য প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সাথে মিল রেখে যন্ত্রপাতির তালিকায় পরিবর্তন, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের ফিল্ম আর্কাইভ পরিদর্শন না হওয়া, প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গ ও উপাদানের আর্থিক পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তায় জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০০৯ মেয়াদে প্রকল্পটি ১ম বার সংশোধন করা হয়। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন সমাপ্ত না হওয়ায় পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ১ বছর অর্থাৎ জুন, ২০১০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৮.৩ **২য় সংশোধনঃ** প্রকল্পের আওতায় উচ্চ ডিজিটাল টেকনোলজিসমৃদ্ধ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রস্তাব থাকা, প্রকল্পের রি-ডিজাইন, যন্ত্রপাতি তালিকায় পরিবর্তন সাধন ইত্যাদি কারণে যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করা সম্ভব হয়নি। এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে যন্ত্রপাতির মূল্যও বৃদ্ধি পায়। পুরনো ও ধ্রুপদী ফিল্মের পুনরুদ্ধার, স্থানান্তর ইত্যাদি কার্যক্রমের জন্য কাঁচামাল, ডিস্ক, নেগেটিভ, পজেটিভ, কেমিকেল ইত্যাদি নতুন আইটেম সংযোজন, প্রকল্পের মূল যন্ত্র- Film Recorder এর মূল্য সম্পর্কে ভুল প্রাক্কলন, ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট-এর কাজ ও ক্ষেত্র বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি করে সংশোধিত ডিপিপির উপর ২৬/১০/২০০৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশক্রমে সংশোধিত ডিপিপি মোট ২২০৭.৩৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৮/০১/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের যন্ত্রপাতি ক্রয়ে আন্তর্জাতিক দরপত্রে ৪টি লট গ্রহণযোগ্য হয়। তন্মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থে মাত্র ৩টি লটে এলসি খোলা হয়। প্রকল্পে কারিগরি জনবল নিয়োগ দেয়া হলেও জনবল যোগদান না করায় পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করে জুন, ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৮.৪ **৩য় সংশোধনঃ** প্রকল্পের আওতায় Archival and Storage/Film Archival System-এর আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়। এতে একটিমাত্র দরপত্র জমা পড়ে, যা বরাদ্দকৃত বাজেট থেকে অনেক বেশি, ফলে দরপত্রটি অগ্রহণযোগ্য হওয়ায় অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে Specification পরিবর্তন করে পুনরায় দরপত্র আহবান করা হয়। অপরদিকে, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীতব্য উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি চালানোর মতো দক্ষ জনবল ছিল না। সংগৃহীতব্য যন্ত্রপাতিগুলো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী

পরিচালক ও অন্যান্য উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের নিয়োগ বিলম্বিত হয়। প্রকল্পটির পুনরায় জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় এবং ৩য় বার সংশোধন করা হয়। ৩য় সংশোধিত ডিপিপি জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২১০৫.৩৬ লক্ষ টাকায় মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ০৮/০৫/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়।

১০.০ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ-এর মহাপরিচালক ও পরিচালক পর্যায়ের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
০১	জনাব ইফতেখার হোসাইন, মহাপরিচালক	০১/০৭/২০০৬	১১/০৩/২০০৭
০২	ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, মহাপরিচালক	১২/০৩/২০০৭	২৩/০৯/২০০৭
০৩	জনাব মোঃ ইশতিয়াক হোসেন, পরিচালক	২৪/০৯/২০০৭	২০/০৭/২০০৮
০৪	জনাব মোঃ জাকির হোসেন, পরিচালক	৩০/০৭/২০০৮	১৬/১১/২০০৮
০৫	ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, মহাপরিচালক	১৭/১১/২০০৮	০৪/০১/২০০৯
০৬	জনাব মোঃ লিয়াকত আলী খান, পরিচালক	০৫/০১/২০০৯	১১/০৩/২০০৯
০৭	জনাব মোঃ সরওয়ার আলম, পরিচালক	১২/০৩/২০০৯	০৭/০২/২০১২
০৮	জনাব মোঃ সরওয়ার আলম, পরিচালক	০৯/০২/২০১২	৩০/০৬/২০১৩

১১.০ **প্রকল্প পরিদর্শনঃ**

প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক গত ২২/০৭/২০১৪ তারিখে ঢাকাস্থ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্প পরিচালক, সহকারী প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য ও সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্র পর্যালোচনা করে প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

১১.১ **প্রকল্পের জনবলঃ** প্রকল্পে মোট ১৮ জন (৯ জন কর্মকর্তা ও ৯ জন কর্মচারী) কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের সংস্থান ছিল। তন্মধ্যে ২ জন প্রেষণে নিয়োজিত এবং ১৬ জন সরাসরি নিয়োগকৃত। প্রকল্প পরিচালক ও উপ-প্রকল্প পরিচালক প্রেষণে নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়া সহকারী পরিচালক (অপারেশন)- ১ জন, সহকারী পরিচালক (মেইনটেন্যান্স)- ১ জন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী- ৫ জন, টেকনিশিয়ান- ৪ জন, কম্পিউটার অপারেটর- ৩ জন, ল্যাবরেটরী সহকারী- ১ জন, এমএলএসএস- ১ জন। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে মোট ১১৬.০৯ লক্ষ টাকা আরডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ১১২.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তির পর ৯টি পদ রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা হয়েছে। পদগুলো রাজস্ব বাজেটের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বর্তমানে প্রকল্পভুক্ত যন্ত্রপাতিগুলো চলচ্চিত্র সংরক্ষণ কাজে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

১১.২ **রিসার্চ, কালেকশন অব ফিল্ম রেলিভেন্ট পাবলিকেশনঃ** বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের বিভিন্ন সমস্যা এবং সম্ভাবনা নিয়ে প্রকল্পের আওতায় মোট ৯টি গবেষণা কর্ম প্রকাশিত হয়েছে। এ বাবদ ডিপিপি'তে সংস্থানকৃত ৭.০৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৭.০৫ লক্ষ টাকাই ব্যয় হয়েছে।

১১.৩ সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স অন ফিল্ম এন্ড পাবলিকেশনঃ চলচ্চিত্র ও আর্কাইভাল বস্তু সংরক্ষণ ও সনাতন পদ্ধতির চলচ্চিত্রকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তরকরণ এবং এ পদ্ধতি সম্পর্কে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতার বিষয়ে মোট ১০টি সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কনফারেন্স বাবদ আরডিপিপিতে ১৭.৬৩ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উক্ত টাকা দিয়ে মোট ১০টি ওয়ার্কশপ ও সেমিনার সম্পন্ন করা হয়েছে।

১১.৪ ভিজিট দ্যা আর্কাইভস অব ডেভেলপড এন্ড ডেভেলপিং কান্ট্রিঃ বিভিন্ন দেশে ফিল্ম আর্কাইভ পদ্ধতি পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রকল্পের এ অংগের আওতায় মোট ১৪.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৯ জন কর্মকর্তা ভারত, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স ভ্রমণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের ডিজিটাল ফরমেট

১১.৫ **সম্পদ সংগ্রহঃ** যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য আরডিপিপি'তে মোট ১৩০৬.১৭ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এর মধ্যে ১২৫০.০৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ছোট-বড় বিভিন্ন প্রযুক্তির মোট ২৮ ধরনের যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- High resolution film scanner, Film restoration unit, Colour correction unit, High resolution digital film recorder, Hard disk Array, Barcode scanner, Film Cleaning, AO size poster scanner, Film editing table, Film projector, Database management system, Sound follower system, Split air condition, Multimedia projector, Photocopier, Computer, Printer, Digital Camera, Photo printer, Color Laser printer, Laminating machine, UPS, Fax machine, Dehumidifier, Air Blower, DVD player, DV Cam/Video Recorder, Non-Linear Editing Unit, Professional Handy Cam, Portable Hard Disk. এ যন্ত্রপাতিগুলো বর্তমানে শাহবাগস্থ ফিল্ম আর্কাইভ অফিসে স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনের সময় সকল যন্ত্রপাতি চালু ও কার্যকর পাওয়া যায় এবং যন্ত্রপাতিগুলো চলচ্চিত্র সংরক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে যন্ত্রপাতি স্থাপনের পর্যাপ্ত স্থান না থাকায় একই কক্ষে যন্ত্রপাতি এবং দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করতে দেখা যায়।

Film Editing Machine

প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতিগুলো মোট ৬টি ল্যাবে স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে সাউন্ড প্রডিউসার মেশিন, পারক্লোরো ইথিলিন দিয়ে পুরনো চলচ্চিত্রের ফিল্ম পরিস্কার পদ্ধতি, ৩৫ ও ১৬ এমএম এডিটিং মেশিন, ২টি প্রজেক্টর মেশিন, কালার কারেকশন, ফিল্ম রেস্টোরেশান মেশিন, ফিল্ম স্ক্যানার মেশিন, ফিল্ম টু ফিল্ম রেকর্ডার, ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট, লেমিনেটিং মেশিন চালু অবস্থায় পাওয়া যায় এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে ফিল্ম ডিজিটালকরণ পদ্ধতির বিভিন্ন ধাপে কাজ করতে দেখা যায়। পরিদর্শনের সময় ফিল্ম স্ক্যানার মেশিনে প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও ঔপন্যাসিক জহির রায়হানের "Let there be Light" চলচ্চিত্রটি ডিজিটাল ফরমেটে রূপান্তরের কাজ পরিলক্ষিত হয়েছে।

Film Cleaning Machine

Sound Producer Machine

১২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(১) চলচ্চিত্র এবং অন্যান্য আর্কাইভাল বস্তু সংরক্ষণের পদ্ধতি আধুনিকায়ন;	প্রকল্পের আওতায় চলচ্চিত্র এবং অন্যান্য আর্কাইভাল বস্তু সংরক্ষণের লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে চলচ্চিত্রসহ অন্যান্য আর্কাইভাল বস্তুর ডিজিটাল সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পন্ন হচ্ছে।
(২) ডিজিটাল আর্কাইভিং পদ্ধতির প্রবর্তন;	ডিজিটাল আর্কাইভিং পদ্ধতি যেমন- ডিজিটাল ফিল্ম স্ক্যানার, ডিজিটাল ফিল্ম রেকর্ডার, ইমেজ রেস্টরেশান মেশিন, সাউন্ড ফলোয়ার মেশিন, কালার কারেকশন ইউনিট, নন-লাইনার এডিটিং, ডিভিডি, ব্লু-রে রেকর্ডার ক্রয় করে স্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকৌশলীগণ ডিজিটাল আর্কাইভিং পদ্ধতিতে কাজ করছে।
(৩) ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং দুর্লভ চলচ্চিত্রকে ডিজিটাল ফরমেটে সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার;	বাংলাদেশ টেলিভিশনের ক্যামেরায় ধারণকৃত জাতির জনক বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংশ্লিষ্ট সকল সংবাদচিত্র (২৬৩টি আইটেম) ১৬ মি.মি. এর ফিল্ম ফরমেট থেকে ডিজিটাল ফরমেটে রূপান্তরের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত কনটেন্ট আইডি ছাড়া এবং কনটেন্ট আইডিসহ বঙ্গাবন্ধুর ফুটেজ ডিজিটাল ফরমেটের কাজ চলছে। প্রায় ২ লক্ষ ফুট ফিল্মের মধ্যে ৩০ হাজার ফুট ফিল্ম ডিজিটাল ফরমেটে রূপান্তরের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট কাজ চলমান রয়েছে। “মুখ ও মুখোশ” চলচ্চিত্রসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্রের ডিজিটাল ফরমেটে রূপান্তর এবং ২০টি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ডক্যুমেন্টারি/তথ্যচিত্র এবং ১৫টি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র ডিজিটাল ফরমেটে রূপান্তর সম্পন্ন হয়েছে।
(৪) বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধি ও চলচ্চিত্র সংরক্ষণ পদ্ধতির বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি;	ডিজিটাল আর্কাইভিং পদ্ধতির আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল যন্ত্রপাতি স্থাপনের সাথে সাথে ফিল্ম আর্কাইভের জনবলদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প থেকে ফিল্ম আর্কাইভ ডিজিটাল বিষয়ে সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ডাটাবেইজ, গবেষণা ও বিভিন্ন প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পূর্বের চেয়ে অধিকতর উন্নতি সাধিত হয়েছে।
(৫) চলচ্চিত্র ও এ সংক্রান্ত প্রকাশনাসমূহের বৈজ্ঞানিক দলিলিকরণ নিশ্চিতকরণ, ডাটাবেইজ ও ওয়েবসাইট স্থাপন;	চলচ্চিত্র আর্কাইভে একটি ডাটাবেইজ ও ওয়েবসাইট স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে তথ্য আদান-প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।
(৬) চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষংগিক বিষয়ে গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।	প্রকল্পের আওতায় চলচ্চিত্র ও এ সংক্রান্ত ৯টি গবেষণা কর্ম প্রকাশিত হয়েছে। চলচ্চিত্র সংরক্ষণ বিষয়ে বিদেশে ৯ জন এবং চলচ্চিত্র ডিজিটালকরণ বিষয়ে ১২ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া স্থানীয়ভাবেও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চলচ্চিত্র সংরক্ষণের জন্য যেসব আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলো পরিচালনার জন্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্পের জনবলকে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৩.০ **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল চলচ্চিত্র এবং অন্যান্য আর্কাইভাল বস্তু সংরক্ষণের পদ্ধতি আধুনিকায়ন; ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ এবং দুর্লভ চলচ্চিত্রকে ডিজিটাল ফরমেটে সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করা। পরিদর্শনকালে প্রকল্পে নিয়োগকৃত জনবল কর্তৃক বিভিন্ন পুরাতন চলচ্চিত্রকে মেশিনের সাহায্যে ডিজিটাল ফরমেটে রূপান্তর করতে দেখা গেছে ও সংগৃহীত সকল যন্ত্রপাতি চালু অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে এবং ইতোমধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র, সংবাদচিত্র ও ডকুমেন্টারি ফিল্ম ইত্যাদির ডিজিটাল সংরক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৪.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৪.১ **ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীঃ** এ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে অর্থাৎ ৭ অর্থ বছরে মোট ৮ জন প্রকল্প পরিচালক নিয়োজিত ছিলেন। প্রকল্প পরিচালক বার বার পরিবর্তনের ফলে এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয় এবং প্রকল্পটির বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত হয়।

১৪.২ **প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ও ২৫০% টাইম ওভার রানঃ** আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক দরপত্রে বিলম্ব হওয়া, সংগৃহীতব্য যন্ত্রপাতিগুলো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের নিয়োগ বিলম্বিত হওয়া, জনবল নিয়োগের পর যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য কক্ষ/স্থান না থাকা, প্রযুক্তির পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটি ৩ বার সংশোধন ও ৩ বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও সংগৃহীত যন্ত্রপাতিগুলো ও এর ওয়ার্ক-ফ্লো বাংলাদেশে সম্পূর্ণ নতুন প্রযুক্তির হওয়ায় Trial & Error ভিত্তিতে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, স্থাপন ও ওয়ার্ক-ফ্লো তৈরীর কার্যক্রম দীর্ঘ সময় ধরে করতে হয়েছে। ফলে প্রকল্পটি মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল ২ বছর হওয়া সত্ত্বেও ৫ বছর (২৫০%) টাইম ওভার রান হয়েছে।

১৪.৩ **পর্যাপ্ত স্থানের অভাবঃ** প্রকল্পের আওতায় চলচ্চিত্র ও অন্যান্য আর্কাইভাল বস্তু সংরক্ষণের জন্য সংগৃহীত আধুনিক যন্ত্রপাতিগুলো প্রয়োজনীয় স্থানের অভাবে একই কক্ষে একাধিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে এবং দাপ্তরিক কাজও সম্পন্ন করা হচ্ছে। এতে মেশিনগুলো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৪.৪ **মূল্যবান যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণে অনিশ্চয়তাঃ** প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতিগুলো প্রকল্পে নিয়োগকৃত জনবল (যারা পরবর্তীতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর হয়েছে) দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে এবং পুরাতন চলচ্চিত্রগুলো ডিজিটালে রূপান্তর করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান যন্ত্রপাতিগুলোর পরিচালন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রকল্পের লোকবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। কিন্তু যন্ত্রপাতিগুলো সংস্কার বা মেরামত সম্পর্কে প্রকল্পের লোকবলের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় মূল্যবান যন্ত্রপাতিগুলো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

১৫.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৫.১ ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও বদলীর ক্ষেত্রে যথাক্রমে পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের ০৮ নভেম্বর, ২০০৯ তারিখের পবি/এনইসি-৩/২০০৭-২০০৮/২৫৯ নং পরিপত্র এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/মসক-৬/২০০৪/৩২ নং প্রজ্ঞাপন অনুসরণ করতে হবে;

১৫.২ নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সঠিক কর্ম-পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করতে হবে;

১৫.৩ প্রকল্পের আওতায় চলচ্চিত্র ও অন্যান্য আর্কাইভাল বস্তু সংরক্ষণের জন্য সংগৃহীত মূল্যবান আধুনিক যন্ত্রপাতিগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার্থে পৃথক কক্ষে স্থাপন করা সমীচীন হবে;

১৫.৪ সংগৃহীত যন্ত্রপাতিগুলো যাতে দীর্ঘদিন যাবত কার্যকর রাখা ও সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়, সেজন্য প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার্থে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়; এবং

১৫.৫ প্রকল্পের আওতায় চলচ্চিত্র ও অন্যান্য আর্কাইভাল বস্তু সংরক্ষণের জন্য প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশে এ ধরনের উদ্যোগ প্রথম। কাজেই এ পদ্ধতিকে দীর্ঘমেয়াদে স্থায়ী এবং যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

“Joint Programme to Address Violence against Women” শীর্ষক

কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১২)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : ৬৪ জেলার তথ্য অফিস এবং গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা
২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : তথ্য মন্ত্রণালয়
৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণযোগাযোগ অধিদপ্তর

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট জিওবি প্রঃসাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট জিওবি প্রঃসাঃ	মোট জিওবি প্রঃসাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২২৯.৪৫ - ২২৯.৪৫*	-	২৫১.৫৭ - ২৫১.৫৭	জানুয়ারি, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২	-	জানুয়ারি, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২	২২.১২ ** (৯.৬৪%)	--

* UNFPA
** টিপিপিতে নির্ধারিত মূল্যমানের চেয়ে ডলারের মূল্যমান বৃদ্ধি পাওয়ায় ২২.১২ লক্ষ টাকা বেশি ব্যয় হয়েছে এবং এ বাড়তি অর্থ UNFPA কর্তৃক সরাসরি ব্যয় করা হয়েছে।

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (তথ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও কমিউনিটি মিটিং	সংখ্যা	২১.০০	৮৪০	২১.০০	৮৪০
২।	বিশেষ দিবস উদযাপন	সংখ্যা	১২.৫০	১৪	১২.৫০	১৪
৩।	পর্যালোচনা সভা	সংখ্যা	২৬.৯৫	২১	২৬.৯৫	২১
৪।	গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৬৮.৪৮	১২৮	৬৮.৪৮	১২৮
৫।	পরিবীক্ষণ	থোক	৪.০০	-	৩.০০	-
৬।	আনুষঙ্গিক ব্যয়	থোক	১.৭৯	-	১.৭৯	-
৭।	গণমাধ্যমে প্রচার (টেলিভিশন, বেতার ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তর)	থোক	৩৩.৩৬	-		-
৮।	IEC উপকরণ তৈরি	থোক	৪০.৩৭	-	১১৭.৮৫	-
৯।	শিক্ষা সফর	থোক	২১.০০			
	সর্বমোট		**২২৯.৪৫**		**২৫১.৫৭**	

৬.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ পটভূমিঃ

বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর প্রতি সহিংসতা একটি গভীর সামাজিক সমস্যা। প্রতি বছর এটি হাজার হাজার মানুষ ও পরিবারের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। UNDP কর্তৃক ২০০৪ সালে প্রকাশিত UNDP Gender Development Index (GDI) এ বাংলাদেশের অবস্থান ১১৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের

অবস্থান ছিল ১১০ তম। বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার দুটি প্রধান কারণ হচ্ছে পলিসি ও আইনগত কাঠামোর প্রতিকূলতা এবং এ বিষয়ে সমাজ ও ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি। এছাড়াও সহিংসতার শিকার নারী/মেয়েদেরকে তাৎক্ষণিক সহযোগিতা প্রদানের বিষয়টিও অপ্রতুল। এ সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য মূলতঃ তিনটি বিষয়ে নজর দেয়া উচিত। প্রথমতঃ বাংলাদেশের পলিসি এবং আইনগত কাঠামো নিয়ে কাজ করা। এর মধ্যে রয়েছে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে পলিসি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, এ বিষয় সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং এনজিও ও সিভিল সোসাইটিকে সহায়তা করা। দ্বিতীয়তঃ নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। তৃতীয়তঃ জেন্ডার ভায়োলেন্সের শিকার নারীদেরকে সহায়তার লক্ষ্যে বিদ্যমান আশ্রয় ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, সংস্কার এবং উন্নতি সাধনের মাধ্যমে সহিংসতার শিকার নারীদেরকে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ সরকার এসিড নিক্ষেপ, যৌতুক দমনসহ নারীর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা রোধে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান রেখে মহান জাতীয় সংসদে আইন পাস করেছে। কিছু ইউএন এজেন্সীও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে তাদের নিজস্ব কান্ট্রি প্রোগ্রামের আওতায় কাজ করে আসছে। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, যে কোন বিষয়ে যৌথভাবে কাজ করলে আরো ভালো ফল পাওয়া যায়। মূলতঃ নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের মূল লক্ষ্য নিয়ে Joint Programme to Address Violence Against Women (VAW) in Bangladesh কার্যক্রমের আওতায় স্পেন সরকারের MDG তহবিলের আর্থিক সহায়তায় UNFPA'র অর্থায়নে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছিল।

৭.২ <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u> বৈষম্যমূলক আচরণ ও সুযোগ-সুবিধাদির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এনে নারীর ক্ষমতায়ন, সমতা ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে জনমত সৃষ্টি করার জন্য গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সংগঠিত করে সমন্বিত গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা, যা নিম্নলিখিত ৩টি উদ্দেশ্য অর্জন করবেঃ

(ক) নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, সহিংসতার শিকার নারীদের রক্ষা ও সহায়তার লক্ষ্যে পলিসি ও আইনগত কাঠামো গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে সহায়তা করা;
(খ) নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্যমূলক আচরণ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণগত পরিবর্তন সৃষ্টি করা; এবং
(গ) সহিংসতার শিকার হয়েছে বা হওয়ার আশংকা আছে এমন নারী ও মেয়েদের সুরক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

৭.৩ <u>প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ</u>

আলোচ্য প্রকল্পটি ২২৯.৪৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (পুরোটাই প্রকল্প সাহায্য UNFPA) এবং জানুয়ারি, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গত ১৬/০৫/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়।

৭.৪ <u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ</u>
প্রকল্পের শুরু থেকে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব তাসির আহমেদ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

৮.০ <u>বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ</u>

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি বরাদ্দ (সংশোধিত)			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১০-২০১১	৬০.০০	-	৬০.০০	-	২৭.২৫	-	৪৫.৪৪
২০১১-২০১২	**১২৫.০০**	-	**১২৫.০০**	-	**১০৮.৬৩**	-	**১০৮.৬৩**
২০১২-২০১৩	**১২৯.০০**	-	**১২৯.০০**	-	**১১৫.১৯**	-	**১১৫.১৯**
মোটঃ	**৩১৪.০০**	-	**৩১৪.০০**	-	**২৫১.৫৭**	-	**২৫১.৫৭**

৯.০ **<u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u>** প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্যাবলী সংগ্রহের লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক ০৭/০৯/২০১৪ তারিখে ঢাকার সেগুনবাগিচাস্থ গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে আলোচনা হয়। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ও পিসিআর পর্যালোচনা করে প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

৯.১ **চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও কমিউনিটি মিটিং:** নারীর প্রতি সহিংসতার উপর UNFPA কর্তৃক "অন্ধকারে আলোর দিশা" এবং "বুমেরাং" নামক দুটি চলচ্চিত্র তৈরি করা হয়েছে। গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের ৬৮টি তথ্য অফিসের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে ৮৪০টি প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে এ দুটি চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী করা হয়। প্রদর্শনীর জন্য তথ্য অফিসগুলোর সিনেমাভ্যান, Projector ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক প্রদর্শনীর পূর্বে সিনেমা দেখতে আসা মানুষদের নিয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে আলোচনা করা হত;

৯.২ **বিশেষ দিবস উদযাপনঃ** নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস (প্রতি বছরের ২৫ নভেম্বর) উপলক্ষ্যে ৬টি বিভাগীয় শহরে পক্ষকালব্যাপী সভা, সেমিনার, আলোচনা, র‍্যালী ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে;

৯.৩ **পর্যালোচনা সভাঃ** বিভাগীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থার জেলা তথ্য অফিসার, এনজিও, সমাজের বিভিন্ন পেশা শ্রেণির মানুষ নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া বিভাগীয় শহরে ৩ দিনব্যাপী মেলা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে;

৯.৪ **গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশিক্ষণঃ** ৬৪ জেলায় স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে প্রতি জেলায় ২টি করে মোট ১২৮টি দিনব্যাপী আলোচনা/মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচনা সভার মূল প্রতিপাদ্য ছিল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়ে যেন পর্যাপ্ত Coverage দেয়া হয়। সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়ে কোন কোন বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে মিডিয়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে জানানো উচিত সে বিষয়গুলো সম্পর্কে মতবিনিময় সভায় আলোচনা হত।

৯.৫ বর্ণিত প্রকল্পের ৯টি অংগের মধ্যে পরিবীক্ষণ, গণমাধ্যমে প্রচার, IEC উপকরণ তৈরি, শিক্ষা সফর এ ৪টি অংগের কার্যক্রম UNFPA কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। শিক্ষা সফর অংগের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার ১৬ জন কর্মকর্তার থাইল্যান্ডে ৭ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে অন্য ৩টি অংগের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে পরিদর্শনের সময় ধারণা পাওয়া যায়নি।

১০ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন (প্রাপ্ত পিসিআর-এর ভিত্তিতে):**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্য অর্জন
ক) নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, সহিংসতার শিকার নারীদের রক্ষা ও সহায়তার লক্ষ্যে পলিসি ও আইনগত কাঠামো গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে সহায়তা করা;	গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভায় নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়টি যাতে মিডিয়ায় গুরুত্বের সাথে প্রচার করা হয় সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। মিডিয়ায় নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে প্রচার করা হলে তা এ সম্পর্কিত পলিসি ও আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক হবে;
খ) নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্যমূলক আচরণ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণগত পরিবর্তন সৃষ্টি করা; এবং	নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও বৈষম্যমূলক আচরণ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ সম্পর্কিত ২টি চলচ্চিত্রের ৮৪০টি প্রদর্শনী ও কমিউনিটি মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়েছে; এবং
গ) সহিংসতার শিকার হয়েছে বা হওয়ার আশংকা আছে এমন নারী ও মেয়েদের সুরক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করা।	চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, আলোচনা সভা, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সহিংসতার শিকার হয়েছে বা হওয়ার আশংকা আছে এমন নারী ও মেয়েদের সুরক্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে।

১১.০ **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ** পিসিআর পর্যালোচনা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকান্ড (চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, কমিউনিটি মিটিং, সভা, সেমিনার, র‍্যালী, গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভা ইত্যাদি) সম্পন্ন হয়েছে। এ সকল কর্মকান্ডের ফলে নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্যমূলক আচরণের ক্ষেত্রে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণগত কি ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা যথাযথ গবেষণা ব্যতীত নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

১২.০ **আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ**

১২.১ **প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে খরচ বেশি হলেও প্রকল্প সংশোধন না করাঃ** প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৯.৪৫ লক্ষ টাকা কিন্তু প্রকল্পটির প্রকৃত খরচ হয়েছে ২৫১.৫৭ লক্ষ টাকা। পিসিআরে এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান কমে যাওয়ায় খরচের অংক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রকল্প সংশোধন করা হয়নি। এ বিষয়ে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান যে, ৪টি অংগ (পরিবীক্ষণ, গণমাধ্যমে প্রচার, IEC উপকরণ তৈরি, শিক্ষা সফর) UNFPA কর্তৃক সরাসরি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ঐ অংগগুলোতে টিপিপি সংস্থানের চেয়ে ২২.১২ লক্ষ টাকা বেশি ব্যয় হয়েছে এবং UNFPA সময়মত এ বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত না করায় প্রকল্প সংশোধন করা সম্ভব হয়নি।

১২.২ **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কি-না সেটি নির্ণয় করা সম্ভব না হওয়াঃ</u>** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, কমিউনিটি মিটিং, সভা, সেমিনার, র‌্যালী, গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভা ইত্যাদির মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে সামাজিক দৃষ্টিভংগি ও আচরণগত পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এসব কর্মকান্ডের ফলে নারীর প্রতি সহিংসতা কতটুকু রোধ করা সম্ভব হচ্ছে তা যথাযথ গবেষণা ব্যতীত নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে সমসাময়িক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে একথা বলা যায় যে, এ ধরনের প্রকল্পের দৃশ্যমান Outcome নিতান্তই অল্প। সম্প্রতি ইউনিসেফ কর্তৃক প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, দক্ষিণ এশিয়ায় কিশোরী নির্যাতনে বাংলাদেশ শীর্ষে। তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে গৃহীত এসব প্রকল্পগুলো আমাদের সমাজে কতটুকু অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে। ইউনিসেফের প্রতিবেদনটি আমাদেরকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ প্রশ্নের দিকে ঠেলে দেয়।

অর্থাৎ উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে ও প্রেসক্রিপশনে গৃহীত এসব প্রকল্প যতটা না Demand Driven তার চেয়ে বেশি Supply Driven হচ্ছে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প সাহায্য কতটুকু Effective হচ্ছে কিংবা Value Add কিভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে সে বিষয়ে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। আর এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের পর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের তথ্য উপাত্ত সঠিকভাবে না পাওয়ায় এবং সর্বোপরি প্রকল্পের Visible কোন Outcome না থাকায় প্রকল্প মূল্যায়নে সমস্যা হয়।

ইউনিসেফের প্রতিবেদন

দক্ষিণ এশিয়ায় কিশোরী নির্যাতনের শীর্ষে বাংলাদেশ

প্রথম আলো ডেস্ক

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) বলেছে, বিশ্বে প্রতি ১০ জনে একজন মেয়ে ১৯ বছর বয়স পেরোনোর আগেই ধর্ষণ বা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। আর দক্ষিণ এশিয়ায় কিশোরী নির্যাতনের হার সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশে। এখানে প্রায় প্রতি দুজনের একজন (৪৭ শতাংশ) বিবাহিত কিশোরী (১৫ থেকে ১৯ বছর) স্বামী বা সঙ্গীর হাতে নির্যাতনের শিকার হয়।

গতকাল শুক্রবার প্রকাশিত 'হিডেন ইন প্লেইন সাইট' (দৃষ্টির মধ্যেই সুপ্ত) শীর্ষক প্রতিবেদনটিতে শিশুদের ওপর সহিংসতার মাত্রা ও ধরন জানতে ১৯০টি দেশ থেকে তথ্য-উপাত্ত ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রতিবেদন প্রসঙ্গে মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ *প্রথম আলোকে* বলেন, বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ হচ্ছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বাল্যবিবাহের শিকার যারা হচ্ছে, তাদের বিয়ের পরে শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। কেননা, বিয়ে ও অন্য পরিবারের সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা থাকে না। তবে সরকার বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ব্যাপকভাবে কাজ করছে। নতুন আইন করতে যাচ্ছে সরকার। সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে বাল্যবিবাহের শিকার এই কিশোরীদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

বেসরকারি সংগঠন ব্রেকিং দ্য সাইলেন্সের নির্বাহী পরিচালক রোকসানা সুলতানা বলেন, পরিবারের নিকটজনদের হাতে এ ধরনের নির্যাতন বেশি হয়। এ ধরনের ঘটনা বন্ধু বা সমবয়সীদের মাঝে বেশি প্রকাশিত হয়।

ইউনিসেফের প্রতিবেদনের প্রচ্ছদ

স্বামী বা সঙ্গীর নিপীড়ন: প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, সারা বিশ্বে বিবাহিত কিশোরীদের (১৫ থেকে ১৯ বছর) মধ্যে শারীরিক, যৌন বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হয় প্রতি তিনজনে একজন। এই হার সবচেয়ে বেশি ইকুয়েটোরিয়াল গিনিতে, ৭৩ শতাংশ। আর সবচেয়ে কম ইউক্রেনে, ২ শতাংশ।

এ ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অবস্থা নাজুক বলে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। এখানে কোনো না কোনো সময় বিবাহিত বা সঙ্গী ছিল—এমন প্রতি পাঁচজন নারীর একজন তাঁদের স্বামী বা সঙ্গীর কাছ থেকে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে এই হার সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশে, ৪৭ শতাংশ। ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এ ক্ষেত্রে ৭ নম্বরে। এরপর ভারত, পাকিস্তান ও নেপালে এই হার যথাক্রমে ৩৪, ২৮ ও ২৩ শতাংশ।

১৫ থেকে ১৯ বছরের কিশোরীদের সঙ্গীর কাছ থেকে শুধু শারীরিক নির্যাতনের শিকার

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

(দৈনিক প্রথম আলো, ০৬/০৯/২০১৪)

১৩.০ **<u>সুপারিশঃ</u>**

১৩.১ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্প সংশোধন না করা সম্পূর্ণ পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী। উন্নয়ন সহযোগীরা যাতে সরকারের বিদ্যমান নিয়ম যথাযথভাবে মেনে কার্য সম্পাদন করে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৩.২ ভবিষ্যতে প্রকল্পের অভিষ্ট Output অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্পের Output indicator গুলো যতটা সম্ভব পরিমাপযোগ্য করে Log Frame–এ উল্লেখ করতে হবে। এতে প্রকল্প চলাকালীন পরিবীক্ষণ এবং সমাপ্তির পর প্রকৃত অর্জনের মূল্যায়ন করা সহজ হবে।